৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা



চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে



কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ – ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ ঃ ৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 41, 6 August - 12 August, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা


## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** শিক্ষকের চাকরি প্রার্থীদের ধর্না মঞ্চে উপস্থিত হয়ে

সাংসদ তথা শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিতেই তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের বাইরে বঞ্চনা নিরসনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। পুলিশ অবশ্য জোর করে তাদের সরিয়ে দেয় সেখান থেকে।

**রবিবার :** দীর্ঘ রোগভোগের পর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বাংলা

সঙ্গীত জগতের আর এক নক্ষত্র নির্মলা মিশ্র। চেতলার বাড়িতে ৮১ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। স্বর্ণযুগের বাংলা গানে নির্মলা ছিলেন এক অন্য ধারার শিল্পী। সুরের সঙ্গে অবলীলায় মিশিয়ে দিতে পারতেন প্রাণের আকুতি।

**সোমবার :** বাংলায় এখন অর্থ ভাণ্ডারের ছড়াছড়ি। পার্থ-অর্পিতার

পর হাওড়ার পাঁচলা থানার পুলিশ ৪৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩০০ টাকা সহ গ্রেফতার করল ঝাড়খণ্ডের তিন বিধায়ককে। সঙ্গে ধরা হয়েছে এক কংগ্রেস নেতা ও গাড়িচালককে। সূত্র ধরে তল্লাশি চলছে এর সঙ্গে রাজনৈতিক যোগের।

**মঙ্গলবার :** রাজ্যে আরও ৭টি জেলা তৈরি হবে বলে ঘোষণা করলেন

মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও বাঁকুড়া ভেঙে তৈরি হবে জঙ্গিপুর, কান্দি, সুন্দরবন, বসিরহাট, ইছামতি, রানাঘাট ও বিষ্ণুপুর। ২৩ থেকে ৩০-এ পৌঁছাবে জেলার সংখ্যা। তবে নাম নিয়ে প্রতিক্রিয়া জেলায় জেলায়।

**বুধবার :** রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলি ধুঁকছে শিক্ষকের অভাবে।

সরকার বলছে নিয়োগ হবে। কিন্তু হচ্ছে না। বরং প্রকাশ্যে দুর্নীতি। মাঝখান দিয়ে লাটে উঠেছে পড়াশুনো। এবার কোন স্কুলে কত শিক্ষকপদ শূন্য রয়েছে তা জানাতে বলল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অনেক ডিআই নাকি বলা সত্ত্বেও জানাচ্ছেন না।

**বৃহস্পতিবার :** জমিনের আর্জি খারিজ করে পার্থ ও অর্পিতা

দুজনকেই আরও দুদিনের ইডি হেফাজত দিল বিশেষ ইডি আদালত। এদিকে দিকে দিকে পার্থ-অর্পিতার সম্পত্তির তালিকার সূত্র ধরে চলছে ব্যাপক তল্লাশি। যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে আর্থিক কেলেঙ্কারির পরিমাণ।

**শুক্রবার :** এতদিন চলছিল নিয়োগ নিয়ে এবার তদন্ত হবে

স্কুলের বদলি নিয়ে। জলপাইগুলি সার্কিট বেঞ্চে এক শিক্ষিকার পর পর তিনবার বদলি ঘিরে জোড়া মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# ‘এমন কোনো মানুষ খুঁজে পেলাম না...’

**ওঙ্কার মিত্র**

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন বাংলা সঙ্গীত জগতের স্বর্ণ যুগের আর এক দরদী শিল্পী নির্মলা মিশ্র। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তম গানটি যে কোনোদিন বঙ্গ রাজনীতির ‘থিম সং’ হয়ে উঠতে পারে তা সম্ভবতঃ ভেবে উঠতে পারেন নি শিল্পীও। হ্যাঁ সেই ‘এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না...’ গানটির কথাই বলছি। ১৯৬৫ সালে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, নচিকেতা ঘোষের সুর ও নির্মলা মিশ্রের কণ্ঠের যুগলবন্দীতে যে কালজয়ী গানটির সৃষ্টি হয়েছিল সত্যি সত্যি তার প্রতিটি লাইনে ঝড়ে পড়ছে গত ৫০ বছরের বঙ্গ রাজনীতির ব্যঞ্জনা। প্রথম লাইনটি ছিল, ‘এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না, যাতে মুক্তো আছে’। ভেবে দেখুন বাংলার রাজনীতিতে এমন একটি ঝিনুকের মতো আধার বা দল এল না যার ভিতর সত্যি মুক্তোর মতো কোনও রাজনীতিক আছেন যাঁকে বঙ্গ সমাজে ধারণ করা যায়। যাঁর চরিত্রের একটা ঝলক বাঙালির কাছে আইকন হয়ে উঠতে পারে। আজকের ২০২২ সালে পিছন ফিরে তাকালে ৫০টি বছরের সোপানের নিচে রাখা আছে সেই ১৯৭২ সাল যা ভয়াবহ রিগিং ও সন্ত্রাসী নির্বাচনের হাত ধরে বাংলার রাজনীতিতে ‘কালো সময়খণ্ড’ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরপর থেকে কংগ্রেস, একাধিক বাম দল অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেস একে একে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারোর ভিতরেই মুক্তো খুঁজে পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় লাইনটি ছিল ‘এমন কোনো মানুষ খুঁজে পেলাম না, যার মন আছে।’ গত পঞ্চাশ বছরের বাংলার রাজনীতির আঙিনায় নেতা নেত্রী হিসাবে অনেককেই দেখা গেল কিন্তু কারোর মধ্যেই বাঙালির জন্য নিবেদিত মন খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলেই কেমন রাজনীতির কূটকচালিতে হারিয়ে গেলেন। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি বিধান রায় চলে যাওয়ার পর যুক্তফ্রন্ট, রাষ্ট্রপতি শাসনের খানাখন্দ পেরিয়ে ১৯৭২-এ এসেছিল কংগ্রেস। টগবগে তরুণ তুর্কি যুবদের হাত ধরে ও বাংলাদেশ যুদ্ধের নায়িকা ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয়তায় ভর করে ও রিগিং নামক অস্ত্র প্রয়োগে বামেদের ধরাশায়ী করে বাংলার হাল ধরলেন সিদ্ধার্থবাবু। কিন্তু নকশাল দমনের নামে বাংলার মেধাবী প্রজন্মকে খতম করে ও ইন্দিরার জরুরি অবস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ বছরের মধ্যেই ভিলেন হয়ে গেলেন তিনি। এরপর এলেন খন্ডিত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি জ্যোতি বসু, সঙ্গে একগুচ্ছ ছোটখাট বামপন্থী দল। ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েতী রাজ কায়েমের মতো কিছু ভালো কাজে জনপ্রিয়তার পাহাড় চড়তে শুরু করলেও রক্তে হাত রাঙালেন মরিচঝাঁপি, বিজন সেতুতে। এরপর একে একে শিল্পের অধোগতি, সামাজিক রাজনীতিকরণ, কম্পিউটার প্রবেশে বাধাদান, প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজির অবলুপ্তিকরণ, শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বুঝিয়ে দিলেন তিনি নিতান্তই একজন প্রশাসক হয়ে দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে এসেছেন, বাঙালির মনের মানুষ হতে আসেননি। জ্যোতি বাবুও যখন খলনায়কের তালিকায় নাম লেখালেন মুখ বদলাতে হাল ধরতে এলেন সংস্কৃতিবান বামপন্থী নেতা বুদ্ধদেব

ভট্টাচার্য। শিল্পবান্ধব ইমেজ গড়ে তুলতে না তুলতেই দাম্ভিকতার চূড়ান্ত মাশুল গুনতে হল তাঁকে। বামপন্থী সর্বহারা শ্রমিক কৃষকদের নেতা হয়েও পরিচিত হলেন কৃষককুলের ভিলেন হিসাবে। প্রশাসনের দুর্বলতায় না হল কৃষি, না হল শিল্প। ফিরে গেল টাটা, বাংলা জুড়ে রাজনৈতিক হানাহানির আগুন পতন ঘটালো বাম জমানার। অনেক আশা ভরসা নিয়ে এলেন কংগ্রেসের খণ্ডিত অংশ তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথমে জনসেবার চৌকা-ছক্কা হাঁকালেও মাত্র ১১ বছরেই দুর্নীতির গুগলিতে কুপোকাৎ। সারদা, রোজভ্যালি প্রভৃতি চিটফান্ড, নারদ ঘুষ কাণ্ড, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে দুর্নীতিতে চুলোয় গিয়েছে জনগণের কাজ। অনেক আশা জাগিয়েও সেই মমতার মধ্যেও প্রকৃত মন আজ আর খুঁজে পাচ্ছে না বাঙালি। এখন অবস্থা, ‘বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।’

এই গানের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনটা তো গত একমাসের বঙ্গ প্রোফাইল। লাইন দুটি ছিল ‘পথেই শুধু পথ হারালাম, নিরুদ্দেশে গেলাম না/ভালো বাসা অনেক পেলাম, ভালোবাসা পেলাম না।’ সত্যি নিরুদ্দেশে পাড়ি না দিয়ে যারা বাংলায় শিক্ষা, রোজগার, সৎভাবে জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখল তারা পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পথে বসে কাঁদছে। অন্যদিকে যারা তাদের কাঁদাচ্ছে তাদের কাছ থেকে বেরোচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ আর অগুন্তি ভালো ভালো বাসার খোঁজ। ভালোবাসার কোনো চিহ্নই আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বঙ্গ রাজনীতিতে। রাজনীতিকরা যারা প্রতিবাদ করছেন, পথে নামছেন আর যারা শাসকের খোলায় ঢুকে এয়ার কন্ডিশন ঘরে বসে মুখ লুকোচ্ছেন সকলেই আসলে খুঁজছেন নিজেদের ফায়দা। কেউ ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করছেন, কেউ ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার পন্থা বার করছেন। প্রকৃত ভালোবাসা, তাদের কাছে দুর্লভ।

শেষ দুটি লাইন হল, ‘স্বপ্ন অনেক গেলাম দেখে, রোদ বৃষ্টি নামল চোখে/এমন একটি আশা খুঁজে পেলাম না, যার অন্ত আছে।’

এরপর পাঁচের পাতায়

# বাগদা সীমান্তে অনুপ্রবেশ অবাধে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগপ্রবণ জেলা হল উত্তর চব্বিশ পরগনা। এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞমহলের। কারণ হিসেবে তাদের বক্তব্য, বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমাদ্বয় মিলিয়ে সীমান্তবর্তী থানা প্রায় দশটি। এই থানাগুলির প্রায় সব কটি থানারই কমবেশি ফেন্সিংবিহীন খোলা সীমান্ত এলাকা আছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী একসময় গরুপাচার ছিল এই সব সীমান্তের দৈনন্দিন খবর। বর্তমানে তা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অনুপ্রবেশ স্থান করে নিয়েছে খবরের শিরোনামে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরা এড়িয়ে অনুপ্রবেশ এখন দৈনন্দিন খবরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব থানাগুলির সীমান্ত এলাকার মধ্যে বাগদা থানার সীমান্ত এলাকা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহল। এই থানার সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের ৬৮ নং এবং ১০৭ নং এই দুটি ব্যাটেলিয়ান প্রহরারত। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিএসএফের নজরদারি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এসত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিনই বিএসএফের নজর এড়িয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরপাকড়ের ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ধ্বংস হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

**অরিজিৎ মন্ডল**

কেদারপুরে ম্যানগ্রোভ নষ্ট করে মাছের ভেড়ি, লিজ দেওয়ার অভিযোগ,তদন্তে বনদপ্তর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের লক্ষ্মী জনার্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেদারপুর এলাকায় প্রায় ১০ বিঘা জমির ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি তৈরি করে লিজ দেওয়ার অভিযোগ প্রধান ও উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বনদপ্তরের লাগানো ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাটি তুলে তৈরি করা হয়েছে ফিশারির বাঁধ। নদী বাঁধ সংস্কারে করা হয়েছে বলে ফলক লাগানো হয়েছে ফিশারির বাঁধে। কিন্তু প্রকৃত নদীবাঁধে মাটি না দিয়ে সরকারি টাকায় ফিশারির বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

# পর্যাপ্ত বৃষ্টির ঘাটতি, আমন ধান চাষের দফারফা

**কুনাল মালিক**

রাজ্যে এবছর আমন ধান চাষের দফা রফা অবস্থা। আমন ধান চাষের উপযুক্ত সময় হল ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়নি। মৌসমভবন জানাচ্ছে আগস্ট মাসেও বৃষ্টির ঘাটতি থাকবে। ২০১০ সালে রাজ্যে খরা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সে বছর জুন জুলাই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টির ঘাটতি যথাক্রমে ১৬ শতাংশ, ৪০ শতাংশ, ৪০ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ। এবারও জুনে ঘাটতি ৪৮ শতাংশ, জুলাইয়ে ঘাটতি ৪৬ শতাংশ। সেখানে আগস্টে যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হয় তাহলেও খরার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। ভারতে যা চাল উৎপাদন হয় তার ২৫ শতাংশ চাল

যোগান দেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশ। কিন্তু এবছর পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান চাষ ব্যাপক ভাবে কমে গেছে। মূলত শ্রমিক সমস্যা ও সারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষকরা এমনিতেই ধান চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তার উপর বৃষ্টির আকাল ধান চাষে আরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। রাজ্যের কৃষি দফতরের আধিকারিকরা বিশেষভাবে চিন্তিত, কারণ যদি রাজ্যে ধানের উৎপাদন কমে যায় তাহলে আগামী দিনে চালের মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়বেন।

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে কৃষি দফতর নজর রাখছে। কৃষি দফতরের সহ-কৃষি অধিকর্তা ডাঃ শান্তনু পাল জানান, এখনও খরা ঘোষণার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে তিনি স্বীকার করেন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমন ধান চাষ অনেকটাই কমে গেছে।

# বৃষ্টির অভাবে সঙ্কটে পাটচাষিরা

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

এ বছর বৃষ্টির অভাব এবং তাপমাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটচাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পাট চাষিরা। এ বছরে পাটের ভাল দাম পেয়ে চাষিরা খুশি হলেও, এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ জমির পাটই কেটে হাঁক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পর্যাপ্ত জলের অভাবে। তাই নতুন পাট উঠতে শুরু করলেও চাষিরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না বলে জানালেন স্বরূপ নগর ব্লকের জনৈক চাষি অলক মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘জলের অভাবে পাট কেটে জাঁক দিতে না পেরে অনেকেই পাট কেটে রাস্তার উপরে ফেলে রেখেছেন। স্থানীয় জলাশয়গুলি বৃষ্টির ঘাটতিতে এবার শুকিয়ে আছে এখনও। যেটুকু বৃষ্টি হয়েছে তা সবই শুষে নিচ্ছে মাটি। এমনকি নদী-নালাগুলিও প্রায় জলশূন্য। তার উপর কচুরিপানায় সেগুলি ভরে আছে দে গঙ্গার কিশোর দাস বলেন, ‘বিঘে প্রতি প্রায় সাত হাজার টাকা করে প্রায় একুশ হাজার টাকায় তিন বিঘে জমি চাষ করছি। সেই টাকা যে কিভাবে উঠবে তা বুঝতে পারছি না।’ বনগাঁর দুলাল সরকার বলেন, ‘বৃষ্টির অভাবে পাটগাছ

স্বাভাবিকভাবে বাড়তেও পারছে না।’ শুধু স্বরূপনগর, দে গঙ্গা, বনগাঁ নয়, সমগ্র উত্তর চবিশ পরগনা জুড়েই পাট চাষে প্রমাদ গুনছেন চাষিরা। সাধারণত চৈত্রের শেষ দিকে পাট লাগিয়ে তা শ্রাবণের শেষ দিকে কাটা হয়। এবার পাটের অসুখ বিসুখ না থাকায় পাটের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে তা মার খেতে বসেছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

জনৈক কৃষি আধিকারিক বলেন, ‘প্রতি বছর জুন-জুলাই মাসে উত্তর চব্বিশ পরগণায় প্রায় ৩১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। যা স্বাভাবিক। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১১৭ মিলিমিটারের কাছাকাছি। যা স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট কম। ফলে খাল, বিল ইত্যাদি প্রায় জলশূন্য হয়ে আছে। এদিকে পাট পচানোর উপর পাটের মান নির্ভর করে।’ তিনি আরও বলেন ‘পশ্চিমবঙ্গে যেসব জেলায় পাঠ চাষ হয়, তার মধ্যে অন্যতম জেলা হল উত্তর চব্বিশ পরগনা। গত বছর পাটচাষিরা লাভের মুখ দেখায়, এ বছর প্রায় ৩৬ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। কিন্তু বৃষ্টির ঘাটতি ব্যাপক হওয়ায় পাটচাষিরা সঙ্কটের মুখে পড়তে চলেছেন। পাশাপাশি দু-একদিনের মধ্যে খুব ভারি বৃষ্টি না হলে পাটচাষিরা যেমন ক্ষতির মুখে পড়বেন, তেমনই আমন ধানের উৎপাদনও কম হবে। কেননা পাট কাটার পরই আমন ধান চাষের জন্য পরিকল্পনা থাকে চাষিদের।’ দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির জনৈক সদস্য বলেন, ‘সেচের মাধ্যমে জল দিতে পারলে গাছ কিছুটা বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু তাতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চারশো টাকা খরচ। এছাড়া উপযুক্ত শ্রমিকও পাওয়া যাচ্ছে না। আর তা পাওয়া গেলেও তাদের মজুরি এত বেশি যে তা সাধারণ চাষিদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।’ ফলে এবছর পাট চাষে লাভের আশা প্রায় বিশ বাঁও জলে, বলেই মনে করছেন চাষিরা।

# ‘চির দিন কাহারও সমান নাহি যায়’

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সম্প্রতি ইডির হাতে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী তথা দলের একদা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইএসআই জোকাতে জুতো ছুঁড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার ছাপোষা গৃহবধূ শুভ্রা ঘোড়ুই। জুতো ছুঁড়েও মনে তৃপ্তি নেই, গৃহবধূর আক্ষেপ জুতোটা পার্থর টাকে পড়লে ভালো হতো। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করছেন আপনি জুতো ছুঁড়তে গেলেন কেন? সেই প্রশ্নে ক্ষিপ্ত গৃহবধূর জিজ্ঞাসা তাহলে কি মালা দিলে ভালো হতো? তারপর একরাশ ঘৃণা নিয়ে খালি পায়েই মহীয়সী নারী ঘরের পথ ধরেছেন। এই দৃশ্য দেখে শিহরিত-উৎফুল্লিত আম বাঙালি। ক্ষমতার দম্ভে পার্থ-অর্পিতা জুটি যে ব্যাভিচার, লুঠতরাজ করে বাঙলা তথা বাঙালির অপমান করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত তো তাদের করতেই হবে।

‘ধর্মের কল বাতাসে নড়ে’— এই প্রাচীন প্রবাদ মিথ্যা হতে পারে না। অতীতে দেখা গেছে বাম আমলে নেতা নেত্রীদের আস্ফালন। কিন্তু তাদের আজ দূরবীণ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাম আমলের মধ্যগগণে বাটার এক ডাকসাইটে নেতা ছিলেন রাস্তায় গাড়ি থেকে নামলেই যুবকরা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো। ভোটের সময় ওই নেতা সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে অবাধ মস্তানি, ভোট লুঠ, ছাপ্পা করতেন।

এমনকি সাংবাদিকরাও ওই নেতার অনুগতদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বারবার। কিন্তু বর্তমানে ওই ডাকসাইটে নেতার সময় কাটছে বটগাছের তলায় বসে তাস খেলে। সম্মান করা তো দূরের কথা কেউ একবার কুশল পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করছেন না। বরং কথা উঠলে ফুটে উঠছে অতীতের কুকীর্তির কথা।

সাতগাছিয়ার এক বাম নেতা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর স্নেহধন্য ছিলেন। ওই নেতার দুজন বডিগার্ড ছিল। ওনার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ওই নেতা বেড়াল থেকে ইঁদুরে পরিণত হন। বছর খানেক আগেও দেখেছি সাইকেল চড়ে বাখরাহাট বাজার থেকে সবজি কিনে ফিরছেন। কোনো মানুষই ওনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সম্প্রতি সকলের অজান্তে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় মারা যান। কেউ দেখতে পর্যন্ত যায় নি। তৃণমূল জমানাতেও দেখেছি, বজবজে এক নেতা সাউথের সিনেমার হিরোর মতো রাতারাতি উঠে আসেন। হয়ে যান বজবজের স্বঘোষিত যুবরাজ। ওয়াইপ্লাস নিরাপত্তা পেতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই দপ করে নিভে যায় তার জীবনদীপ। যার বাড়িতে সকাল থেকে মানুষের ভিড় জমতো। সেই বাড়িতে এখন শ্মশানের নীরবতা। কেউ খোঁজ নেয়না পরিবারটা কিভাবে চলছে।

এছাড়াও সাংবাদিক জীবনে অনেক নেতা নেত্রীকে চিনি জানি, তারা একসময়ে ক্ষমতার অলিন্দে থেকে যে অহংকার করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই এখন কালের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। মানুষ তাদের কোনো খোঁজও রাখেন না। সম্মানও করেন না। অনেকে বলেন, ‘পাপ বাপকেও ছাড়ে না’। সেটা তারা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। আগামী দিনে আরও পতনের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাবো। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর আগে লিখেছিলেন, ‘চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়’। এই অমোঘবাণী কতটা বাস্তব এবং সত্য তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করি। যারা অন্যায় পাপ করছেন, তারা হয়তো ভাবছেন এটা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি। কিন্তু যিনি দেখার তিনি সব দেখছেন এবং হিসেব করছেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। পাপের কলসি পূর্ণ হলেই পতন অনিবার্য। শ্রীকৃষ্ণের বাণী দিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করবো- যখন কোনো ব্যক্তির কাছে মান, যশ ও অর্থ এই তিনটে জিনিসই থাকে, তখন সে মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না, তখন সে ভুলে যায় যে তার থেকেও শক্তিশালী কেউ আছে এই পৃথিবীতে, আর সেটা হল- ‘সময়।’

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 41, 6 August - 12 August, 2022

# ডিপিতে শেয়ার ভরার কাজ চলছে

**অর্থনীতি**

পার্থসারথি গুহ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গল্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। মোদী জমানায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত গড়ার কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৯–২০ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা সাড়ে ১৪–১৫ হাজার হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই। বিশেষ করে কোভিড ও যুদ্ধের আবহে সব তালগোল পাকিয়ে ঘেঁটে গিয়েছে।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুকীঁনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। কোভিড এবং যুদ্ধ পরবর্তী জমানায় এই ছবিটাই হয়তো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

## প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০২২**

**মেষ রাশি :** মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগ করলেও প্রসারতায় ও অগ্রগতিতে বাধা। চাকরিদূত্রে দূরে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। বিদেশ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ধর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা এবং রাস্তাঘাটে সাবধানে চলুন।

**প্রতিকার :** হনুমানকে লাল ওড়না অর্পণ করুন।

**বৃষ রাশি :** বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। ধনভাব শুভ। প্রতিভার বিকাশ। চাকরি পেতে সমস্যা। সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাধা।

**প্রতিকার :** দেবী দূর্গার আরাধনা করুন এবং কুমারীদের সাদা মিষ্টি খাওয়ান।

**মিথুন রাশি :** চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ ফল লাভ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি। ধনাভাব শুভ নয়। আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিপদের সম্ভাবনা। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রয়োজন।

**প্রতিকার :** গরুর সেবা করুন।

**কর্কট রাশি :** আর্থিক অনটন থাকবে। বিনোদন জগতের মানুষের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। বিবাহে বাধা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঈশ্বর আরাধনায় ব্রতী। কর্মক্ষেত্রে অপদস্ত। ব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** গুরুজনদের প্রণাম করে বেরোবেন।

**সিংহ রাশি :** স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। চক্ষুপীড়া, পায়ের সমস্যা, বাত প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগ পেতে বিলম্ব। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অন্য ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ নয়। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** সূর্যদেবকে প্রণাম করুন।

**কন্যা রাশি :** অর্থকষ্ট থাকলেও জীবনে চলার মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। স্বজনের আচরণে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা থাকলেও রোগের প্রকোপ কিছুটা কমবে। বিনিয়োগে ঝুঁকি কম। সাবধানে চলাফেরা করুন। ধর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি। পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয় পেতে বিলম্ব। ব্যয় বৃদ্ধি।

**প্রতিকার :** গরিবদের বইপত্র দান করুন।

**তুলা রাশি :** বিপরীত লিঙ্গের কার্যকলাপে মনোকষ্ট। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে আসার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাবে। গবেষণায় সাফল্য। আয়ের ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ। জল ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

**প্রতিকার :** পরশুরামের আরাধনা করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** চাকরি ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি এমনকি সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহে সমস্যা। ব্যবসায়ে সাফল্য বিলম্ব। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। আয় ভাব শুভ ও কর্মভাব খুব শুভ নয়। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

**প্রতিকার :** বজরংবলীর পাঠ করুন।

**ধনু রাশি :** সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বজনের বিরুদ্ধে আচরণ। বন্ধু–বান্ধব গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের আচরণ দুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিতে ও ব্যবসায়ে অগ্রগতির সুবর্ণ সুযোগ আসবে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। চোখের সমস্যা, পায়ের সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিবাহের সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** শিব স্তোত্র পাঠ করুন।

**মকর রাশি :** মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ বৃদ্ধি। ভাই বোনের আচরণে মনের প্রসন্নতা বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে খুশি। ব্যবসায় মন্দা। বিবাহের ক্ষেত্রে কথাবার্তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলুন।

**প্রতিকার :** শনি দেবের মন্ত্র পড়ুন।

**কুম্ভ রাশি :** কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা এলেও তা উপেক্ষা করে অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। ভাই বোনের আচরণ আপনার দুখের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শুভ। আয় ভাব শুভ। স্বাস্থ্যের কারণে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

**মীন রাশি :** স্বজনের আচরণে মনোভঙ্গ। গুরুজনদের বা বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে কিছুটা মানসিক শান্তি থাকবে। সন্তানের ব্যবহারে দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরির সুযোগ। কর্মস্থলে শত্রুতা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** আপনার গুরুকে কম্বল ভেট দিন।

# উত্তরের আঙিনায়

## বিপদে বেসরকারি বাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পরিবেশ আদালতের নির্দেশে বেসরকারি বাস ব্যবসায়ীদের পথে বসার জোগাড়। আগামী ছয় মাসের মধ্যে ১৫ বছরের বেশি বয়সি বাস তুলে নিতে হবে বলে গ্রিন ট্রাইবিউনাল নির্দেশ দিয়েছে। শেষপর্যন্ত যদি এমনটাই হয় তবে শহর শিলিগুড়িতে তো বটেই, এখান থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতকারী বেসরকারি বাসগুলিকে আর পথে দেখা যাবে না। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি বললেন, ছয় মাসের মধ্যে ১৫ বছরের বেশি বয়সি বাস তুলে নেওয়া হলে ২০০–এর

মধ্যে ১৫০টি বাস বসে যাবে। এক বছর সময়সীমা ধরলে সংখ্যাটি বেড়ে প্রায় ১৬০ হবে। শেষপর্যন্ত কী হবে সে বিষয়ে প্রশাসনও নিশ্চিত নয়। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সুপর্ণ দে বললেন, নির্দেশ সবেমাত্র হয়েছে। তা এখনও আমাদের কাছে সরকারিভাবে আসেনি। তাই আমরাও এবিষয়ে আগাম কোনও পরিকল্পনা নিইনি। তবে এই বিষয়ে আমরা জোর আলোচনা করছি। কারন চট্ করে মানুষকে অসুবিধায় ফেলায় যাবে না।

# ট্রাফিক মনিটরিং

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শিলিগুড়িতে জংশন ট্রাফিক ইনস্পেকটার সুবীর দত্তের নেতৃত্বে জংশন এলাকার ব্যবসায়ী যারা রাস্তায় ব্যবসা করছেন তাদের গাইড লাইন করে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ব্যবসা করবার জন্য।

শিলিগুড়ি জংশনে অনেকেই রাস্তায় বসে ব্যবসা করছেন, যাদের নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা, তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট এলাকা থেকেই ব্যবসা করতে নির্দেশ দিলেন সুবীর দত্ত। তিনি জানালেন এবার থেকে আইন মেনেই ব্যবসা

করতে হবে রাস্তার ব্যবসায়ীদের। যদি তারা নিয়ম না মেনে চলেন তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। এদিন জংশন পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা জংশন এলাকা এবং বাস টার্মিনার্সে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলের ব্যবসায়ীরা ছাড়া সবজী ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও নতুন নিয়ম সম্পর্কে অবগত করে দেয় শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

# সিসি ক্যামেরার ফাঁদে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এগারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরকে মুড়ে দেওয়া হল সিসি ক্যামেরা দিয়ে। গোটা শিলিগুড়ি শহরকে মোট ৯০ টি ক্যামেরা দিয়ে। আজ সকালে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। তিনি জানালেন, দিনের পর দিন শিলিগুড়ি যত আধুনিক হচ্ছে ততই বাড়ছে অপরাধ। শিলিগুড়ির চারিদিক থেকে ঢোকার রাস্তা আছে। আর অপরাধীরা এই রাস্তাগুলোকেই

বেছে নিচ্ছে অপরাধ করবার। শিলিগুড়িতে বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা পায় অপরাধীরা। তাই তারা অন্য কোনও জায়গার চেয়ে শিলিগুড়িতে থাকতেই পছন্দ করে বেশি। তাই গোটা শিলিগুড়ির চারিদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো হল যাতে পুলিশের সুবিধা হয় অপরাধীদের ধরবার। আর এটা হলে শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ অনেকটাই সাচ্ছন্দ বোধ করবে।

# জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফের দুর্ঘটনা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের দশদরগায়। জানা গিয়েছে, আজ সকালে একটি ১০ চাকার লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে থাকা জল্পেশ মন্দিরের পুণ্যার্থীদের দুইটি বাইক ও একটি ই–রিকশাকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এই ঘটনায় টোটোতে থাকা দুইজন যাত্রী ও ই–রিকশা চালক সহ মোট তিনজন মারাত্মক আহত হন। তাদেরকে

উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রা। জল্পেশ মন্দির থেকে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন পুর্ণ্যাথীরা। সকালে নিজেদের বাইক গুলি রাস্তার পাশে রেখে দিয়ে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন তারা, সেই সময় দ্রুতগতিতে একটি ১০ চাকার লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাইক সমেত একটি ই–রিকশাকে ধাক্কা মেরে ড্রেনে পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। রাস্তার পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়, অনেকেই মনে করছেন। বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে পাওয়া গেছে।

# শীতলকুচিতে ক্ষতিপূরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কোচবিহারের ১০ পুণ্যার্থীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার শীতলকুচির বিডিও অফিসে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

রবিবার রাতে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে একটি পিকআপ ভ্যানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১০ জন পুণ্যার্থীর। জখম হন অন্তত ১৬ জন। বৃষ্টির জল জেনারেটরের সংস্পর্শে আসায় শর্টসার্কিট থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সকলে। এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। সোমবার জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দুর্ঘটনায় জখমদের দেখতে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, ঘটনাটি মর্মান্তিক। রাজ্য সরকার নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে।

# কেপিপির মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আলাদা রাজ্য সহ মোট ১৪ দফা দাবিতে শিলিগুড়ি কেপিপির মিছিল। বুধবার শিলিগুড়ি শহরের সূর্যসেন পার্কের সামনে থেকে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির একাধিক দাবি সহ আলাদা রাজ্যের সারিতে মিছিল সংগঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কেপিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে এই মিছিলে দলের কর্মী সমর্থকেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মিছিলে দলের দলীয় পতাকা ছাড়াও জাতীয় পতাকা নিয়ে মহানন্দা সেতুর নিচ থেকে শুরু হয় কেপিপির মিছিল। মিছিলের প্রথম সারিতে কেন্দ্রীয় নেতা ছাড়াও ২ জন সমর্থক কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে হিলকার্ট রোড হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। দলের কেন্দ্রীয় সহসভাধিপতি বুদারু রায় জানান, এদিন মহকুমা শাসকের মারফত দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

# চোরাই কাঠ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বন দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাঠ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার মোরাঘাট রেঞ্জ ও নাথুয়া রেঞ্জের কর্মীরা বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের বিভিন্ন লাইনে অভিযান চালায়। চা বাগানের মণিপুর লাইন ও বড়া লাইন থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকার কাঠ উদ্ধার হয়। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মোরাঘাট রেঞ্জের তরফে এর আগেও অভিযান চালানো হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিবাড়ি চা বাগানটি মোরাঘাট জঙ্গল ঘেঁষা হওয়ায় সহজেই কাঠ পাচারকারীরা রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মূল্যবান কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর গোপন ডেরা থেকে রাজ্য সড়ক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মোরাঘাট জঙ্গল ঘেঁষা হওয়ায় কাঠ পাচারকারীদের কাজে লাগিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু বহিরাগত ব্যবসায়ী। এই বিষয়ে মোরাঘাটের রেঞ্জার রাজকুমার পাল জানান, এদিন অভিযান চালিয়ে ১৫০ সিএফটি শাল কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। যেসব বাড়ি থেকে কাঠ পাওয়া গিয়েছে সেই বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে বন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# মাদকবিরোধী অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে মাদকবিরোধী অভিযান। রাজ্য পুলিশ প্রশাসন সদা সতর্ক মাদকের কারবার রূখতে। রাজ্যের বিভিন্ন থানার পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করছে মাদক কারবারীদের। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় উদ্ধার হচ্ছে ড্রাগস, হেরোইন, নেশার ওষুধ, ভেজাল মদ সহ বিভিন্ন নেশার সামগ্রী। ঠিক এমনই অভিযান চালিয়ে চোলাই মদের বড়সড় কারখানায় হানা দিল দার্জিলিং জেলা পুলিশের নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযানে নষ্ট করা হল প্রায় ৬০০ লিটার চোলাই মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নকশালবাড়ির ওলডাঙ্গি এলাকায় এই অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের

অভিযান বুঝতে পেরে পালিয়ে যায় কারখানার মালিক ও তার স্ত্রী। বাড়ির কাছেই মদ বিক্রি করত তারা।এর জন্য তারা তিনজনকে কাজেও রেখেছিল। সকাল থেকে রাত পযর্ন্ত তৈরী করা হত মদ। বিশেষ কাজ হত সন্ধ্যায়। যাতে কেউ সন্দেহ না করে সেকারনে রাতেই তৈরী করা হত মদ। যারা তৈরী করত মদ তাদের সেই জায়গাতেই থাকবার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিবেশীদের সন্দেহ হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। তারাই প্রথমে খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ এসে মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

# সাইকেল র‍্যালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** ভারতের স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ তম বছর বা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করা হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজাদি কা অমৃত মহোৎসব–এর সূচনা করেছেন। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সেন্টার হেডকোয়ার্টার শিলিগুড়ি, সেক্টর হেডকোয়ার্টার রানিডাঙা, রানিডাঙা এসএসবি এর ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি বের করা হয়। এই সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে এই বার্তা দেওয়া হয় যে দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মানুষ ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উযাপন করবে। এই দিন দেশবাসীর কাছে বড় আনন্দের দিন। সাইকেল র‍্যালিটি রানিডাঙা এসএসবি ক্যাম্প থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ি নৌকাঘাট ব্রিজ পর্যন্ত পরিক্রমা করে। এদিন এই সাইকেল র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ওই এলাকার বহু সাধারণ মানুষও।

## শব্দবার্তা ২১১

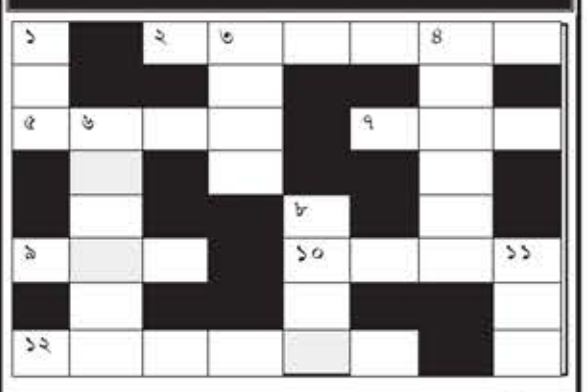

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

২। ইস্টদেব ৫। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা — ঘরে ঘরে' ৬। বিরেচক ওষুধ ৯। অপরাধ, দোষ ১০। দখল করা হয়েছে এমন, অধিকৃত ১২। শ্রীকৃষ্ণ।

**উপর–নীচ**

১। বস, সার ৩। হলুদ রং ৪। পরস্পর বিনিময়, অদলবদল ৬। বালকোচিত ৮। ছিপছিপে গড়নের, রোগা ১১। বিদ্যুৎ।

**সমাধান : ২১০**

**পাশাপাশি :** ১। অনাবিল ৪। শতসহস্র ৫। তকবারি ৭। উপায়ন ৯। আসন্নকাল ১০। ক্ষয়ক্ষতি

**উপর–নীচ :** ১। অভিভূত ২। লশকরি ৩। রহস্যময় ৬। কন্যাপ্রসবা ৭। উপলক্ষ্য ৮। নরপতি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# ২ পরিবারের মারামারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাগানে ছাগল ঢোকা কে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মারামারিতে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবার তিনজন। আর এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকণ্ঠপুর গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছেন একই পরিবারের মন্দিরা, চন্দুরে, সূর্য গায়েন নামে তিন সদস্য। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দিরা গায়েনের বাগানে প্রবোধ গায়েনদের কয়েকটি ছাগল ঢুকেছিল। যাতে করে পুনরায় বাগানে আর ছাগল না ঢোকে সেই কথা জানিয়েছিলেন মন্দিরা গায়েন। অভিযোগ এমন কথা বলায় প্রবোধ, পূর্ণ, ভাস্কর, ধনঞ্জয় গায়েন সহ পরিবারের একাধিক লোকজন, লাঠি, লোহার রড ও ধারালো দা নিয়ে আচমকা আক্রমণ করে মারধর শুরু করে ধারালো দা দিয়ে কোপ মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে সেই সময় পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করতে দৌড়ে আসে। অভিযোগ সেই সময় মন্দিরাকে ছেড়ে দিয়ে চন্দুরে ও সূর্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক মারধর করে এবং ধারালো দা দিয়ে কোপ মারে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে গায়েন পরিবারের তিনজন রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে কাতরাতে থাকে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

# আত্মঘাতী গৃহবধূ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এক গৃহবধূ আত্মঘাতী হলেন। মৃতের নাম অনিমা তরফদার (২৭)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে গোসাবা থানার অন্তর্গত শম্ভুনগর এলাকায়। আচমকা এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গোসাবা থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ঠিক কী কারণে ওই গৃহবধূ আত্মঘাতী হলেন সে বিষয়ে গৃহবধূর স্বামী পল্লব তরফদারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

# স্কুলে ভয়াবহ চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্কুলে চুরির ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন সেন্ট গ্যাব্রিয়েলস্ হাইস্কুলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্কুল সূত্রে খবর মঙ্গলবার স্কুল শেষে ছুটি হয়ে যায়। অন্যান্য দিনের মতো স্কুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা কর্মীরাও ছিলেন। বুধবার সকালে আচমকা নিরাপত্তা রক্ষীদের নজরে পড়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের রুমের দরজার দিকে। সেখানে তালা ভাঙা দরজা খোলা রয়েছে।অফিসের মধ্যে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ঘটনার খবর স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজেশ দেবনীরকে জানায়। প্রধান শিক্ষক তড়িঘড়ি বিদ্যালয়ে হাজির হন। বুঝতে পারেন চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে ঘটনার খবর জানিয়ে অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি একটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের আলমারি ভেঙে প্রায় ৬০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। প্রয়োজনীয় মূল্যবান কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে। ঘটনার কথা পুলিশকে জানিয়েছি।'

# চুরির প্রায় আড়াই বছর পর ধরা পড়ল চোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইসমিল এলাকার যুবক গৌতম সরদার। বিগত প্রায় তিন বছর আগে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কাজে গিয়েছিল। বছর আড়াই আগে সেখানে কাজ করার সময় একটি চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির অভিযোগে নাম জড়ায় ক্যানিংয়ের যুবক গৌতম সরদারের। এরপর সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসে ক্যানিংয়ের বাড়িতে। উত্তরপ্রদেশের বেনারস পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজখবর শুরু করে। মোবাইল ফোনের সুত্র ধরে দীর্ঘদিন পর খোঁজ পায় গৌতমের। জানতে পারে ক্যানিংয়ে তার বাড়ি। অভিযুক্তের খোঁজে রবিবার রবিশঙ্কর যাদবের নেতৃত্বে বেনারস পুলিশের একটি টিম ক্যানিং থানায় পৌঁছায়। সেখানে ক্যানিং থানার পুলিশের উদ্যোগে রবিবার রাতেই এলাকায় তল্লাশি অভিযানে সামিল হয় বেনারস পুলিশ। ধরা পড়ে অভিযুক্ত। ধৃতকে সোমবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃতকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানায় বেনারস পুলিশ। বিচারক তা মঞ্জুর করেন বলে আদালত সূত্রের খবর।

# বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে একটি মোবাইল দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকুমড়োখালি বাজারে।অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে একটি দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলে ও ততক্ষণে দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাসকুমড়োখালি বাজারে আফসানা নামক একটি মোবাইল মেরামতির দোকান রয়েছে স্থানীয় যুবক আজিজুল মিস্ত্রীর। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাত ১০ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায় আজিজুল। আচমকা রাত প্রায় ১২ টা নাগাদ তার দোকন থেকে স্থানীয় লোকজন আগুনের ফুলকি দেখতে পায়। তারা দোকানের মালিককে ঘটনার কথা ফোন করে জানায়। খবর দেওয়া হয় ক্যানিং দমকল কেন্দ্রে। স্থানীয় লোকজন বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে। আগুনের লেলিহান শিখার কাছে তারা হার মানে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ত্রিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে



আনে। তবে ততক্ষণে দোকানের অসংখ্য মোবাইল ফোন সহ সমস্ত জিনিসপত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

দমকল সূত্রের খবর সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত চলছে। দোকানের মালিক আজিজুল মিস্ত্রী জানিয়েছে, প্রতিদিন রাতে আমার দুই ছেলে দোকানে ঘুমাতো। এদিন না থাকায় বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। তবে দোকানের অবশিষ্ট কোনও জিনিসপত্র নেই। সমস্তটাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে কাস্টমারের মোবাইল ছিল ২০ টি, নতুন মোবাইল সেট ১৫ টি, নগদ দশ হাজার টাকা সহ দোকানের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে। কীভাবে কাষ্টমারের মোবাইল ফোন ফেরত দেবো চিন্তায় রয়েছি। তবে সরকারি ভাবে যদি কোনও সাহায্য মেলে খুব ভালো হয়। না হলে পরিবার সহ ভেসে যাবো।'

# পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

**সুভাষ চন্দ্র দাশ :** দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ, সম্মান নেই, স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে আশাকর্মীরা আন্দোলনে নেমেছেন।

ব্যতিক্রম হয়নি ক্যানিংয়েও। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় আন্দোলনের পথে হাঁটলেন ক্যানিং ১ ব্লকের ২২৯ জন আশাকর্মী। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ৮ দফা দাবি জানিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় হাজির হয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে লিখিত দাবিপত্র তুলে দেওয়ার জন্য। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক না থাকায় আশাকর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা ধরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অতিরিক্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এরপর আশাকর্মীরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সামনে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের উপর বসে পড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় দু-ঘন্টা পথ অবরোধের ফলে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ আসে। আশা কর্মীদের বুঝিয়ে পথ অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে একপ্রস্থ বচসা হয় পুলিশের সাথে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং বিডিও শুভঙ্কর দাস। আইসি আশাকর্মীদের করজোড়ে আবেদন করেন পথ অবরোধ তোলার জন্য। এবং তিনি আশ্বাস দেন তাঁদের সমস্ত দাবিপত্র তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আইসি'র আশ্বাসে আশাকর্মীরা পথ অবরোধ তুলে নেয় এবং আইসি'র কাছে লিখিত দাবিপত্র তুলে দেয়। আশাকর্মীদের দাবি, উৎসাহ ভাতা না দিয়ে মাসিক বেতন পূর্ণভাবে আগেই দিতে হবে, স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, প্যাকেজ প্রথা তুলে দিয়ে মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করাতে হবে এবং মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হবে। অকারণে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো যাবে না। সরকারি ছুটিতে বেতনের টাকা কাটা যাবে না। সমস্ত রেজিষ্ট্রার আর জেরক্স এর টাকা দিতে হবে। আশাকর্মী অনিমা পাত্র, বীণা বিশ্বাস, শ্রাবন্তী বিশ্বাস, মীনা সা, রিঙ্কু পাত্র, রাখী বিশ্বাস'রা জানিয়েছেন, আগামী ১১ অগষ্ট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আমাদের সমস্যার কথা শুনবেন বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ আশ্বাস দিয়েছেন। অচিরে আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকাবো। আপাতত আমরা ৩-১১ অগষ্ট পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করবো।

# প্রত্যন্ত সুন্দরবনে শুরু হল আজাদী কি অমৃত মহোৎসব প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় আউট রিচ বুরো অ্যান্ড কমিউনিকেশন কলকাতা এর উদ্যোগে শুরু হলো আজাদি কি অমৃত মহা উৎসব ফটো প্রদর্শন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত নারায়নতলা সুন্দরবন শিশু বিকাশ আকাদেমির প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হলো স্বাধীনতার সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য সম্বলিত প্রদর্শনী, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকা থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী গ্রামের সাধারণ কৃষক থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রদর্শনীর শুভ মাঙ্গলিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন ৫ আগস্ট, প্রদর্শনী উদ্বোধন করে প্রবীণ শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে আজ এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের

ছেলেমেয়েরা জানতে পারবে যে আমাদের স্বাধীনতার জন্য কত আত্মবলিদান দিতে হয়েছে, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুন্দরবনের ভূমিপুত্র লোকমান মোল্লা বলেন সমগ্র দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার অঙ্গ হিসাবে আজ কেন্দ্রীয় আউট রিচ ব্যুরো অ্যান্ড কমিউনিকেশন এর উদ্যোগে আজকের ফটো প্রদর্শনী অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করতে যে সমস্ত মনীষীরা আত্মবলিদান দিয়েছিল তাদের জীবনলক্ষ আজকের প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের জানা প্রয়োজন এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কিছুটা হলেও জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার কর বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছরের এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব অপরিসীম এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবে দেশের স্বাধীনতার জন্য কত আত্ম বলিদান দিতে হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পীযূষ পাইক প্রধান শিক্ষক বাসন্তী হাই স্কুল, রজনীশ সিং ম্যানেজার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সন্দীপন দাশ দাশগুপ্ত, মৃণাল হাইত সঞ্জয় দেবনাথ ম্যানেজার বন্ধন ব্যাংক প্রমুখ।

# মাঠ থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার প্রেমিকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ফাঁকা মাঠ থেকে যুবতীর পচাগলা দেহ উদ্ধার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উস্থি থানার শেরপুর এলাকায়। জানা যায়, গত ১ সপ্তাহ আগে নিখোঁজ হয় শেরপুর এলাকার যুবতি সাইমা খাতুন (১৮)। পরে পরিবারের লোকজন বহু খোঁজাখুঁজির পর উস্থি থানাতে একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার শেরপুর এলাকার মাঠে এলাকার বাসিন্দারা একটি পচাগলা দেহ দেখতে পান। পরে ঘটনার খবর দেওয়া হয় উস্থি থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া পচাগলা দেহ শেরপুর এলাকার সাইমা খাতুনের। গত ১ সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ ছিল সে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এলাকার এক যুবক সাদ্দাম পিয়াদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো সাইমা খাতুনের। বিয়ে করার নাম করে সাইমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো সাদ্দাম পিয়াদা এবং পরে পরিকল্পনা করে সাইমা খাতুনকে খুন করে পালিয়ে যায় সাদ্দাম। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে সাদ্দাম ও তার পরিবারের লোকজন। তবে ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। অন্যদিকে উদ্ধার হওয়া যুবতীর পচাগলা দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ। ঘটনায় মৃত যুবতীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# মোয়ার মান বাড়ানোর উদ্যোগ

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় :** উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে এবার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ শুরু জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের। মোয়া নির্মাণে গুণগত মান বজায় রাখতে উদ্যোগ সরকারের। খুশি ব্যবসায়ী মহল। জিআই তকমা পাওয়া জয়নগরের মোয়া নির্মাণে গুণগত মান বজায় রাখতে এবার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে এবার একেবারে মোয়া ব্যবসায়ীদের হাতে কলমে মোয়া তৈরি থেকে প্যাকেজিং এর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হল। জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা এলাকার বন্ধন কমপ্লেক্সের এক সভাগৃহে প্রায় ২৫ জন ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে বারুইপুর মহকুমার প্রজেক্ট ম্যানেজার মীনাক্ষী চক্রবর্তী বলেন, জয়নগর-বহড়ুর ১০০ জন ব্যবসায়ী কে মোট ৬০ ঘন্টা

প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। আগামী এক মাস ধরে এই কাজ চলবে। বারুইপুর মহকুমা ও জয়নগর ১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের সাহায্যে এই প্রশিক্ষণে এসে খুশি জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা। ফুড অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবর্ষি দে নিয়মিত এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, কীভাবে স্বাস্থ্য সম্মত বিধি মেনে মোয়া তৈরি হবে? মোয়া কতদিন কীভাবে প্যাকেটে সুরক্ষিত থাকতে পারে? প্যাকেজিংএর মোড়ক কীভাবে করা হবে তা নিয়েই মূলত হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে মোয়া ব্যবসায়ীদের। যাতে মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। এই জিনিস গুলির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণে। এমনই বললেন জয়নগর ১ নং ব্লকের শিল্প উন্নয়ন অফিসার নীলাদ্রতা সরকার ঘোষ। তিনি আরও বলেন, যে মোয়ার প্যাকেটে আয়ু আগে ৫ দিন ছিল তা ৩৩ দিনে ঠেকেছে। এই ৩৩ দিন থেকে যাতে আর ও বেশি দিন মোয়া প্যাকেটে থাকে তার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। অনেক অসাধু মানুষ মোয়া ব্যবসায় ছেয়ে গিয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাঁরাই মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করতে পারবেন। মোয়া তৈরির উপাদান খেজুর গাছ। কিন্তু খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় রস পাওয়া কমে গিয়েছে। কী ভাবে এই খেজুর গাছে রস বৃদ্ধি পাবে সেই পদ্ধতিও প্রশিক্ষণে শেখানো হচ্ছে। খোকন দাস, তিলক কয়াল, গনেশ দাস, রাজেশ দাস, বুদ্ধিশ্বর ঘোষ, মোহন দাস, রঞ্জিত ঘোষ সহ একাধিক মোয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, এই প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের অনেক কিছু জানতে সুবিধা হচ্ছে।সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে হয়। আগামী দিনে গুনগত মান, স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে মোয়া তৈরি হয়ে বিশ্বের বাজারে রাজ্যের নামকে আলোকিত করবে।

# সাংবাদিকদের দাবিপত্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কোভিডের কারণে দু'বছর পর 'ইন্ডিপেনডেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনে'র বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন, ২০২২' ৩০ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে ইন্ডিপেনডেন্ট জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজাহান সিরাজ অ্যাসোসিয়েশনের গঠনমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন। জেলার পত্রপত্রিকার ও তাদের সাংবাদিকদের সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রতিটি পত্রিকার জন্য দু'টি করে সরকারি পরিচয়পত্র অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান, বর্ষীয়ান সাংবাদিকদের পেনশন বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের জন্য অভিন্ন স্বাস্থ্য সহায়ক কার্ড চালু করার দাবিপত্রসহ একাধিক দাবি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়। সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বর্ষীয়ান সাংবাদিক শ্যামলেন্দু মিত্র, অপর বর্ষীয়ান সাংবাদিক সীতারাম আগরওয়াল, সাংবাদিক প্রসূন আচার্য, বিভিন্ন জেলার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়। সম্মেলনের সঞ্চালনায় ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট কর্মবীর সদস্য আরিফুল ইসলাম।

# আরাধিতার আজব প্রতিভা

**অর্ঘ্য রায় :** মাত্র আড়াই বছর বয়সেই জাতীয় সংগীত থেকে শুরু করে একাধিক মনীষীদের নাম ঠোঁটের ডগায়। নাচ গান কবিতা থেকে শুরু করে সবই তার মুখস্থ। আর সেটাও আবার মাত্র আড়াই বছর বয়সে। আর এই ধরনের শিশুকে বিস্ময়-বালক বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। ডায়মন্ড হারবার সরিষার চাঁদা গ্রামের আড়াই বছরের ছোট্ট শিশু আরাধিতা সিংহ

রায়। মাত্র দেড় বছর বয়স থেকেই তার শিশুসুলভ প্রতিভার আভাস পেয়েছিল পরিবারের লোকজনেরা। বাবা কুনাল সিংহ রায় পেশায় স্কুলে চাকরি করেন, অন্যদিকে মা মধুমিতা সিংহ রায় পেশায় কজন স্কুল শিক্ষিকা। তাই সারাদিনই ছোট্ট আরাধিতা মানুষ হয় ঠাকুরমার কাছে। ছোটবেলা থেকে আরাধিতার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিভা লক্ষ্য করতো তার পরিবারের লোকজন। যেখানে নাচ গান কবিতা জেনারেল নলেজ থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে তার মনে রাখার দক্ষতা ছিল আর পাঁচটা বাচ্চাদের থেকে আলাদা। তার মনে রাখার দক্ষতা অনেক বড় মানুষকেও হার মানাবে। আর সেই কর্মদক্ষতার ওপরে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলল আরাধিতা সিংহ রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে একাধিক মনীষীর নাম তার যেমন ঠিক ঠোঁটের ডগায়। ঠিক তেমনি দেশের জাতীয় সংগীতও সে নিমেষে গেয়ে ফেলে। সারাদিন ঠাকুরমার কাছে নানান ধরনের রূপকথার গল্প শুনতে ভালবাসে আরাধিতা। তার মিষ্টি মিষ্টি কথা যে কোন মানুষেরই মন ভরিয়ে দেবে। আর বাড়ির একমাত্র মেয়ে হওয়ার জন্য বাবা মা চায় যে সমাজে এখনো পর্যন্ত নারীদের প্রতিনিয়ত নানা বঞ্চনার শিকার হতে হয় সেখানে আরাধিকা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক সমাজের অন্যান্য মহিলাদের সামনে।

# তোপ দাগল বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত স্বজন পোষণ ও এসএস সি, টেট পাশ করা শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করে যে ভাবে টাকার বিনিময়ে প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী সহ একাধিক নেতা মন্ত্রী যেভাবে চাকরি বিক্রি করেছেন। সেকারণে ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া, তদন্তে কোটি কোটি টাকা ও সম্পত্তির হদিস ও উদ্ধার হওয়ায়। দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী দের অপসারণ ও

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পদত্যাগ এর দাবিতে। বিজেপির আন্দোলনকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনার নিতিশ মণ্ডল সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু ও মিডিয়া ইনচার্জ মহিতোষ সরদার।

তৃণমূলী সরকারের ব্যাপক নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে চুঁচুড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির হুগলি সংগঠন টোটোতে করে পোস্টারে 'চোর ধরো, জেল ভরো' এবং মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে সারা চুঁচুড়া শহর স্লোগান দিতে দিতে ঘুরে বেড়ায়। এতে চুঁচুড়ার বিজেপির মণ্ডল প্রেসিডেন্ট মনোজিৎ দত্ত, মাইনোরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট রুকসানা বিবি ও অঙ্কন দাশগুপ্ত হাজির ছিলেন। রুকসানা বিবি বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। উচ্চ শিক্ষিত ছেলে- মেয়েরা চাকরির দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। ঘরে ঘরে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আবেদনপত্র না জমা দিয়ে পরীক্ষায় না বসে কেবলমাত্র টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী

জমির মিউটেশন, কনভার্সেশনের সমস্যা?
নাম পদবি পরিবর্তন করতে চান?
ওয়ারিশনের জটিলতার সমাধান চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
তাপস অধিকারী
(আইনি পরামর্শদাতা)
নোদাখালী হাউড়ী দিননাথ উচ্চবিদ্যালয়ের পাশে কার্যালয়,দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মোবাইল : ৯২৩৯৫০১৭৯৩

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৬ আগস্ট – ১২ আগস্ট, ২০২২

## নামে এসে যায়

ইংরাজি প্রবাদ বচন নামে কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নামের জন্যই যত শান্তি ও অশান্তি। অতীত থেকে বর্তমান সর্বত্রই নাম ও নামকরণের রাজনীতি। দেশ বিদেশের নানা সামাজিক ক্ষেত্রে নামকরণ পদ্ধতির বৈচিত্র্য দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বাবা, মা, বংশ পরিচয় কিংবা গ্রামের নামেও নামকরণ হয়ে থাকে। এমন কী দক্ষিণ ভারতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বহু নামের শেষে নেতাজি কিংবা সুভাষ জুড়ে দেওয়া হয়।

মহাপুরুষদের নাম নিয়ে নানা নগর, গ্রাম, পাড়ার নামকরণ নতুন নয়। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন জনপদের পরিচিত রাজপথ বিশ্বের নানা কৃতী ব্যক্তিদের নামে রাখার রেওয়াজ রয়েছে। বিজ্ঞানী, সংগীতে শিল্পী কবি, সাহিত্যিকদের নামে, কখনও বা নোবেল বিজয়ীদের নামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্মিলিত নামকরণ হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের নামটিও রাজা ভরতের নামে করা হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। যেমন কাশ্যপ মুনির নামে কাশ্মীর কিংবা পরবর্তী সময়ে প্রয়াগরাজ ইত্যাদি। আধুনিক বিশ্বে লেলিন গ্রাদ, স্টালিন গ্রাদ, হো চি মিন সিটি সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষের ভালবাসার প্রতীক। তবু মাঝে মধ্যে নানা বিপ্লবের দ্বন্দ্বে সময়ের অভিঘাতে তাল ভঙ্গ হয়েছে। মূর্তি উৎপাটন, নাম পরিবর্তন, রাজনীতির হাত ধরে বারংবার বিশ্ব ইতিহাসে ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও নামকরণ নিয়ে নানা ঢেউ উঠেছে। বিশেষ করে বোম্বাই – মুম্বাই, মাদ্রাজ – চেন্নাই, ওড়িষ্যা – ওড়িশা, পণ্ডিচেরী – পুদুচেরি হওয়ার কারণেই হয়ত বা ঐতিহাসিক দেশভাগের ক্ষত সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বাসনা আগামী দিনে সফল হবে কিনা জানা না গেলেও ব্রিটিশের ক্যালকাটা বাম আমলেই কলকাতা হয়েছিল। কলকাতা মেট্রোরেলের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক বিভ্রান্তি ঘটেছিল। নেতাজি ভবন, নেতাজি, রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্র সরোবর নিয়ে যে তর্ক উঠেছিল তা সময়ের নিয়মে স্তিমিত। যাত্রীরা যাতে যাত্রা বিভ্রাটে না পড়ে সে জন্য তারা সদা সতর্ক থাকেন।

সম্প্রতি এ রাজ্যে নতুন অনেক গুলি জেলা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ছোট ছোট জেলায় ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দক্ষিণ বিভক্ত। রাজনীতিকরা নতুন নতুন জেলা গড়ার নেপথ্যে আইএএস অফিসার থেকে অর্থনৈতিক নানা রসায়নের সন্ধান পেলেও আমজনতার কাছে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট জেলাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নদিয়া বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সেখানে নদিয়া বিভাজনে বিক্ষুব্ধ শান্তিপুর থেকে রানাঘাট সর্বত্র। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে যুক্ত। এই জেলার প্রস্তাবিত বিভাজন নিয়ে খোদ শাসকদলের অন্দরে দানা বেঁধেছে। সাধারণ নাগরিক যারা রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না তারাও জেলা ভাগ নিয়ে নিজের মতো করে কোথাও বা সম্মিলিত ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে নতুন নতুন জেলা তৈরি এবং ঐতিহ্যবাহী জেলা বিভাজনের বিরুদ্ধে পোস্ট করা চলছে। বিষ্ণুপুর – বাঁকুড়া অবিচ্ছেদ্য অংশ অথচ অদূর ভবিষ্যতে তারা পৃথক হয়ে যাবে 'প্রশাসনিক' স্বার্থে তা অনেকের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। উল্টো চিত্রও আছে আরামবাগবাসীর দাবী পৃথক জেলা হওয়ায় কিন্তু সে দাবি উপেক্ষিত। সব মিলিয়ে নামকরণ নিয়ে মানুষের আবেগ অতীতের মতো বর্তমান সময়েও সমান শক্তিমান।

### শ্রীঈশোপনিষদ

**মন্ত্র আঠার**

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান্– জ্ঞাতা; যুযোধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম্– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

**অনুবাদ**

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

**তাৎপর্য**

প্রদান করে। কিন্তু মায়াগ্রস্ত হয়ে যদি এই সুযোগের অপব্যবহার করা হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান প্রদত্ত মানব–জীবনের অপূর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

বৈধী ভক্তির পথ এমন যে, তা পালন করে তিনি সকাম কর্মের স্তর থেকে দিব্য জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হন। বহু বহু জন্মের পর দিব্য জ্ঞানের

### ফেসবুক বার্তা




শুভ জন্মদিন
প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক দার্শনিক ও কবি, রসায়নের জনক বেঙ্গল ক্যামিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কারি নাইট্রেটের আবিষ্কারক ও দেশী শিল্পায়ন উদ্যোক্তা
**আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।**

# বাংলায় 'ভুলের' সংস্কৃতি কী বৈধতা পেল

**নির্মল গোস্বামী**

সাধারণ মানুষ ভুল করলে তার খেসারত দিতে হয় তাকেই। পরীক্ষার খাতায় অঙ্কে ভুল করলে ফেল হতে হয়। পরের বারে ভুল শুধরে নেবার সুযোগ থাকে না। যান বহুল রাস্তা পারাপার করার সময় সিগন্যাল ভুল করলে জীবন হানি হতে পারে। ট্রাফিক আইন ভুল করা গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা অনিবার্য। জীবন সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে শত শত তরুণ তরুণী আত্ম হননের পথ বেছে নিচ্ছে। জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে জীবন আর ফিরে আসবে না। এমন হাজারো উদাহরণ দেওয়া যায় যে ভুল করলে জীবনে চরম ক্ষতি হতে পারে। তাই আমাদের সামাজিক শিক্ষাই হল ভুল যত না করা যায় ততই ভালো। বুঝে সুঝে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে চিন্তে মানুষকে কাজ করতে হয় যাতে ভুল না হয়। তাই সামাজিক নিয়ম প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে চলাটাই সুনাগরিকের কর্তব্য। সাধারণ মানুষ যদি ভুল করে তবে তার ফল ভোগ তাকে করতে হয়। আর দেশের নেতারা যদি ভুল করে তাহলে তার ফল ভুগতে হয় সমগ্র দেশবাসীকে বা দেশের এক বৃহৎ অংশের জনগণকে। শ্রীলঙ্কার নেতাদের ভুলের মাশুল আজ সে দেশের জনগনকে ভুগতে হচ্ছে। আমাদের মহান নেতার ভুল সিদ্ধান্ত নোটবন্দির জন্য জনসাধারণকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে। উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া লক ডাউন ঘোষণার ফলে শত শত পরিযায়ী শ্রমিকের প্রাণ গেছে। হাজার হাজার শ্রমিক অবর্ণনীয় জীবনযন্ত্রণা ভোগ করেছে। ফলে দেশের শাসকদের আরও সুচিন্তিতভাবে কার্য প্রণালী পরিচালনা করা এবং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যাতে সেখানে ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শাসকদের ভুলের পক্ষে ক্রমাগত ওকালতি করে চলেছেন। এমনকি ভুল করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রচনাকে উদাহরণ হিসাবে টেনে আনছেন। সত্যি কাজ করতে গেলে ভুল হয়। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশে একজনের বিদ্যুতের বিল এসেছে ৪ হাজার কোটি টাকা। যার নামে বিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিদ্যুৎ দফতর ভুল স্বীকার করে বলেছে যে, টাকার অঙ্কের স্থানে তার মিটারের নম্বরটা বসে গেছে, তাই এই ভুল হয়েছে। কর্মীদের এ ভুল হতে পারে এটা ক্ষমা যোগ্য। কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় যিনি ১৫ পেয়েছে তাকে যদি ৫১ করে দেয় এবং যিনি ৫১ পেয়েছে



তাকে যদি ১৫ করে দেয় সে ভুলটা কি ক্ষমা যোগ্য? এখানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। মানুষ মাত্রেরই ভুল করে এটা ধরে নিয়েও বলা যায় যে কিছু ভুল আছে যা ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু কিছু ভুল আছে যা অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কিছু ভুল অনিচ্ছাকৃত আবার কিছু ভুল ইচ্ছাকৃত। এই ইচ্ছাকৃত ভুলগুলোকে বলা হয় অন্যায় বা দুর্নীতি।

আমাদের রাজ্যে দলীয় কিংবা প্রশাসনিক স্তরে যে অপরাধ অন্যায় বা দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোকে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ ভুল বলে চালাতে চাইছেন। যেন নেতারা সব অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলেছে। জনগণের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। নেতা কর্মীরা সব অবোধ। এতো কাজের চাপ, জগনণের মঙ্গল সাধনের কষ্ট সাধ্য সাধনার ফাঁক গলে ছোটখাটো ভুল হয়ে গেছে। দলের মহাসচিব তিনবারের মন্ত্রীও ভুল করে বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি নগদ টাকা জমিয়ে রেখেছে। এমন ভুলো মন যে কার টাকা তাও মনে করতে পারছে না। কোথা থেকে এলো টাকা তাও জানেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন টাকা মাটি, মাটি টাকা, আর মা মাটি মানুষের মন্ত্রী ভাবও তদ্রুপ। তিনিও টাকাকে মাটি জ্ঞান করেছেন। তাই টাকার কোনও মোহ নেই। কে দিল, কাকে দিল, কোথায় জমা আছে সে সব বিষয়ে একবারে উদাসীন। সেই জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রী যখন ছিলেন তখন কার প্রাপ্য চাকরি কে পেল কেন পেল তারও কোন খোঁজ খবর রাখতেন না। পরীক্ষা না দিয়ে কি করে চাকরি পায়, কত টাকার বিনিময়ে চাকরি পায় তার বিন্দু বিসর্গ জানতেন না শিক্ষা মন্ত্রী। বাজারে যে চাকরির বিভিন্ন দর উঠেছে তারও খোঁজ খবর রাখতেন না। আসলে তিনি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মোহহীন। গীতারনির্দেশ মেনে নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন মাত্র। ফল যা প্রাপ্ত হয়েছে তাতে তিনি দায়ী নয়। এই যে না জানাটা এটাকেই বোধ হয় ভুল বলে চালাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অতীতেও বহুবার এমন ভুল করেছে দলের নেতা মন্ত্রীরা। নারদা কাণ্ডে মন্ত্রীরা টাকা নিচ্ছে সারা দেশ দেখল। সেখানেও মন্ত্রী নেতা, পুলিশ সুপার সকলেই ভুল করেছিল। কেউ অন্যায় বা দুর্নীতি করেনি। আমফানের ক্ষতি পূরণের টাকা যার প্রাপ্য সে না পেয়ে অন্যজন পেল। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানরা সব ছোট খাটো ভুল করেছিল। আর কাজ করতে গেলে তো ভুল হবে। জনসেবা করতে করতে তারা আপন পর ভেদাভেদ ভুলে গেল। তাই কোথাও কোথাও নিজের পরিবারের লোকেরা ক্ষতিপূরণ পেল তাদের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও। গ্রামেগঞ্জে নেতারা কাটমানির কারবার খুলে বসল। টাকা দাও পরিষেবা নাও। শেষে পিকের পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি ফেরত দেবার নিদান দিলেন। কাটমাটি নেওয়াটাও দুর্নীতি নয়, অন্যায় নয়, নিছকই ভুল মাত্র। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী না দিতে দেওয়া তাও ভুল।

দুর্নীতি বা অপরাধের শাস্তি বিধান আছে, ভুলের বোধহয় নেই। তাই যত সংগঠিত প্রশাসনিক অপরাধকে জনসমক্ষে আড়াল করার জন্য ভুলের গল্প ফাঁদা হয়েছে। আদালত সিবিআই বা ইডিকে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির তদন্ত করতে বলেছে, ভুলের নয়। আর সি বি আই বা ইডি দুর্নীতির তদন্ত করছে। বাংলার কৃতজনদের উপাধি বিতরণের সভায় মুখ্যমন্ত্রী ভুলের পক্ষে সওয়াল করেছেন। আর বাংলার ভুষণ না বিভীষণরা তা শুনে করতালি দিচ্ছেন। অন্যায় বা দুর্নীতির নতুন ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে অতি সুকৌশলে। কেউ কাউকে হত্যা করলে ভুল করেছে বলতে হবে। কেউ ভুল ধর্ষণ করে ফেলতে পারে। কেউ ক্ষমতার জোরে ভুল করে কাউকে পাড়া ছাড়া করতে পারে। কারো ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে। বিরোধী দল করার অপরাধে জরিমানা আদায় করে ভুল করে। পশ্চিমবঙ্গে এই ভুলের শুরু হয়েছিল কলেজ ছাত্রের থেকে। তারা উপাচার্যকে অপমান হেনস্তা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলে ছিলেন বাচ্চা ছেলেরা ভুল করেছে। তারপর থেকেই বোধহয় শাসক দলের নেতা কর্মীরা ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। ভুলের শেষও নেই সংশোধনও নেই। আছে শুধু স্বপক্ষে সমর্থন। তাই মনে হয় আগামী দিনে বাংলা অভিধান থেকে অন্যায় ও দুর্নীতি শব্দ দুটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি নেই অন্যায় নেই, আছে শুধু ভুল। ভুল সবই ভুল, এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা তা সে ভুল, সবই ভুল। গানের কলিটা মনে পড়ে গেল।

# দরিদ্র–নারায়ণ কর্মসূচি

**বিশেষ প্রতিনিধি :** বিগত আট বছর ধরে, সরকার সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, 'সকলের বিশ্বাস এবং সকলের প্রয়াস' এই আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের সকল শ্রেণীর চাহিদা মেটাতে সুশাসন এবং দরিদ্রদের কল্যাণের পক্ষে কথা বলেছে। বয়স্কদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, সরকার প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনা চালু করেছে। পাশাপাশি এই যোজনায় জমা করা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে, আবেদন করার তারিখ দুবার বাড়িয়েছে, একটি নির্দিষ্ট পেনশনের ব্যবস্থা করেছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্কদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। ২০১৫ সালে প্রবীণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের আর এখন থেকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। সরকার প্রবীণদের ক্ষমতায়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছে। তিনি প্রবীণ শিক্ষকদের সম্মান করার জন্য গভীর আগ্রহ পেশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের দুই পেনশনভোগী, ১০৫ বছর বয়সী নাগিনা ভগত এবং ১০০ বছর বয়সী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ২০২০ সালে মঞ্চে সম্মানিত করা হয়েছিল। এই ধরনের বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্যের উপর থেকে অর্থনৈতিক নির্ভরতা দূর করতে, তাঁদের স্বাবলম্বী করতে ২০১৭ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনা ঘোষণা করা হয়েছিল। এই যোজনা ওই বছর ২১ জুলাই চালু করা হয়েছিল। এই স্কিমের সুবিধাগুলি পেতে আবেদন করার শেষ তারিখ হল ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, প্রায় ছয় লক্ষ প্রবীণ নাগরিক এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ ভারতে, গত ৫০ বছরে বয়স্ক লোকের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসংখ্যা তিনগুণ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০৩৬ সাল নাগাদ, ভারতে বয়স্কদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৯% শতাংশে পৌঁছবে। বয়স্কদের সামাজিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য, সরকার প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কল্যাণ আইন ২০০৭–এর পরিধি প্রসারিত করেছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনা চালু করার পাশাপাশি প্রবীণদের জন্য পাঁচটি স্কিম অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রবীণদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনা শুরু হয়েছিল। ৬০ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকরা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন : প্রধানমন্ত্রী বয়ঃবন্দনা যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রক কোনও ন্যূনতম আয়ের সীমা নির্ধারণ করেনি। ৬০ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ এই স্কিমটির সুবিধা পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পটি পরিচালনা করে 'লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' (এলআইসি), যেখানে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে একটি সরকারি গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এটি ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি বয়স্কদের সুদ থেকে আয়ের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে। একটি নির্দিষ্ট জমাকৃত অর্থের উপর পেনশন/আয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আয় নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে।

স্কিমের বৈশিষ্ট্য : এই স্কিমে, একজনকে পেনশনের জন্য এককালীন বিনিয়োগ করতে হবে। সুবিধাভোগীরা মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পেনশন বেছে নিতে পারেন। এলআইসি থেকে প্রাপ্ত আয় এবং গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্নের মধ্যে পার্থক্য ভারত সরকার বার্ষিক ভিত্তিতে ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করবে। আপনি যদি বার্ষিক ১২ হাজার টাকা একক পেনশন চান তবে আপনাকে ১,৫৬,৬৫৮ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে, আপনি যদি ১০০০ টাকা মাসিক পেনশন পেতে চান তবে আপনাকে ১,৬২,১৬২ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। এবং সেক্ষেত্রে একজন প্রবীণ প্রতি মাসে ৯২৫০ টাকা পেনশন পাবেন। অর্থাৎ, দুজন প্রবীণ নাগরিক থাকলে, দুজনেই ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি বিনিয়োগকারী ১০ বছরের পলিসির মেয়াদের পরেও বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি পেনশনের চূড়ান্ত কিস্তির সঙ্গে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাবেন। পলিসির মেয়াদের মধ্যে কোনো বিনিয়োগকারীর মৃত্যু হলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনিয়োগের পরিমাণ ফেরত পাবেন। তবে এর জন্য মৃত্যুর ৯০ দিনের মধ্যে এলআইসিকে মৃত্যুর প্রমাণপত্র–সহ বিনিয়োগকারীর মৃত্যুর খবর জানাতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে যোগাযোগ করুন : আপনি ০২২–৬৭৮১৯২৮১ বা ০২২–৬৭৮১৯২৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০–২২৭–৭১৭ এবং ইমেল আইডি–onlinedmc@ licindia.com– যোগাযোগ করতে পারেন। আরও জানতে দেখুনওয়েবসাইট https://eterm.licindia.in/ onlinePlansIndex/pmvvymain.do।

## 'ব্রিকস' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ২৩–২৪ জুন ২০২২ তারিখে ১৪তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ব্রিকস সংগঠনকে শক্তিশালী করার এবং ব্রিকস নথির জন্য অনলাইন ডেটাবেস, ব্রিকস রেলওয়ে রিসার্চ নেটওয়ার্ক এবং এমএসএমইগুলির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

১৪তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে আমরা ব্রিকস সদস্য দেশগুলি বিশ্ব অর্থনীতির পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছি। ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের বিশেষ অংশ– আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বে কোভিড–পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জন্য জরুরি হবে। আমরা বছরের পর বছর ধরে ব্রিকসে কাঠামোগত পরিবর্তন করেছি, যা এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। ব্রিকস যুব শীর্ষ সম্মেলন, ব্রিকস স্পোর্টস, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে যোগসূত্র বৃদ্ধি করে আমরা আমাদের নাগরিকদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করেছি।

মহামারীর ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য, আমরা ভারতে সংস্কার, সম্পাদন এবং রূপান্তর মন্ত্র গ্রহণ করেছি এবং এই পদ্ধতির ফল ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা এই বছর ৭.৫% বৃদ্ধি আশা করছি, যা আমাদের দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত করবে।

### দেশ দেশান্তরে

## তাইওয়ান জাগছে

**প্রণব গুহ**

সীমান্ত রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার চেষ্টা চিনের চিরকালীন বদঅভ্যাস। তিব্বতকে জোর করে নিজের দখলে রাখা, তাইওয়ানকে নিজের অংশ বলে মনে করা, ভারতের কিছুটা অংশ দখল করে সেখানে কার্যকলাপ চালানো, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ অরুণাচলকে নিজের ম্যাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া এই বদঅভ্যাসের ফল। তারা এই দখলদারির জন্য যে সামরিক অভিযান চালাতেও পিছপা নয় তা দেখেছে ১৯৬২–র ভারত। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের সীমান্তে গণ্ডগোল পাকানো, ধাক্কাধাক্কি করা




এবং তা জিইয়ে রেখে অন্য দেশকে চাপে রাখা চিনের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয়। চিন চায় যেন তেন প্রকারেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে নিজের তাঁবে রাখতে। তাদের জল, স্থল, আকাশপথে নিজের প্রাধান্য যাতে বজায় থাকে।

দক্ষিণ চিন সাগরের স্বশাসিত ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানও চিনের আগ্রাসনের শিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে তখন সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাপানকে হটিয়ে তাইওয়ানে দখল কায়েম করে চিন। সেই থেকে তাইওয়ানকে নিজের অংশ বলে দাবি করে আসছে চিন। উদ্দেশ্য একটাই তাইওয়ানের সমস্ত সম্পদ একা ভোগ করা। তাইওয়ান তাঁবে থাকলে দখলে থাকবে জলসীমায় তাইওয়ান প্রণালী, অবাধ বিচরণ থাকবে তাইওয়ানের আকাশে। এবার সেই একক দখলদারীতে আঘাত হেনেছেন আমেরিকা কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। নিজের দেশের নিরাপত্তাজনিত বারণ ও চিনের হুমকি উপেক্ষা করে ২৫ বছর পর কোন উচ্চপর্যায়ের আমেরিকান প্রতিনিধি হিসাবে পেলোসি পা রেখেছেন তাইওয়ানে। আমেরিকার সামরিক বিমানে তাইপেই বিমানবন্দরে পা রাখতেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছে বেজিং। শি জিনপিং জো বাইডেনকে বলেছিলেন, আগুন নিয়ে খেলবেন না, ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু তাতেও পিছিয়ে আসেন নি পেলোসি, পিছিয়ে আসে নি তাইওয়ানবাসীও। তারা চায় দমবন্ধ করা চিনা আগ্রাসন থেকে মুক্তি। তাই চিনের হুমকি উড়িয়ে দিয়ে তারা পথ করে দিয়েছে পেলোসির জন্য। এমনকি পেলোসি যখন বিমান বন্দরে নামেন তখন সব আলো বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ আকাশে তখন চক্কর কাটছে চিনা যুদ্ধ বিমান। টর্চের আলোয় পেলোসিকে স্বাগত জানান তাইওয়ান সরকারের প্রতিনিধিরা। এমনকি তাইওয়ান জল সীমান্তে সাঁজোয়া বাহিনীও প্রস্তুত করে রেখেছিল আমেরিকা।

ন্যান্সি প্রথম নন। চিন আমেরিকা সম্পর্কে তীব্র অবনতির পথ ধরে ন্যান্সির পূর্বসুরী নিউট গিংরিচ ১৯৯৭ সালে তাইওয়ান পরিদর্শনে এসেছিলেন। সেবারও ছটফট করে উঠেছিল বেজিং। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নখ, দাঁত বার করে ভয়ংকর চিনা ড্রাগনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন শি জিনপিং। তাইওয়ানের আকাশ সীমা চিন লঙ্ঘন করেছে ন্যান্সি তাইপেই ছোঁয়ার আগেই। এবার রাগে সমুদ্র তোলপাড় করছে চিন। তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে যে চিনের সামরিক মহড়া তাইওয়ান দ্বীপের আঞ্চলিক জলসীমা লঙ্ঘন করেছে। সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সান লি ফ্যাং এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন 'চিনের মহড়ায় কিছু এলাকা তাইওয়ানের আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করেছে। এটি আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি অযৌক্তিক পদক্ষেপ'। দখলদারিতে কোনওদিনই আইন–শৃঙ্খলা–চুক্তির ধার ধারে না চিন। শক্তিটা যেহেতু আমেরিকা তাই এখনই তাইওয়ানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না গিয়ে এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রের দু–আড়াই কোটি মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছে চিন। তাইওয়ানের সঙ্গে আপাতত সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে চিন। গত বছর চিনের সঙ্গে তাইওয়ানের ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ৮৩০ কোটি ডলার। বেজিং রাতারাতি তা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু এতেও দমেনি তাইওয়ানবাসী। তাইওয়ান পেলোসিকে দ্বীপের সর্বোচ্চ সম্মান অর্ডার অফ প্রপিটিস ক্লাউডস্–এ ভূষিত করেছে। তাইওয়ান প্রেসিডেন্ট সাই ঘোষণা করেছেন যে তার সরকার দ্বীপের সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে। তিনি বলেন, 'তাইওয়ান তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তাইওয়ানকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি মূল স্থিতিশীল শক্তি হিসাবে গড়ে তুলব, একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করব।' তাইওয়ান পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে পেলোসি বলেন, আমরা তাইওয়ানের স্বাধীন সমাজের প্রশংসা করি। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমেরিকা তাইওয়ানের পাশে আছে।

আসলে যে কোনও দেশের মানুষ চায় পরাধীনতা থেকে মুক্তি। অবিরত হুমকির মুখে স্বায়ত্ত শাসনও জোলো হয়ে যায়। ইতিহাস বলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই কোনদিন কাউকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি, পারবেও না। তাই তাইওয়ানও আজ বলছে চিনা আগ্রাসন থেকে মুক্তি চাই। এদেশের চিনাপন্থী রাজনীতিকরা কি বলছেন? তারা চুপ কেন?

### পাঠকের কলমে

## ডেঙ্গি আতঙ্ক

বর্ষা সেভাবে না হলেও চারিদিকে নোংরা পরিবেশে কলকাতায় বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে গিয়েছে ডেঙ্গি রোগীতে। অথচ কলকাতা পুরসভা কেমন যেন নির্বিকার। কোভিড আটকাতে নিরন্তর প্রচার সহ পোস্টার ভ্যাকসিনের অভাব ছিলনা কলকাতায় কিন্তু ডেঙ্গি কিছুতেই ভাবাচ্ছে না পুরকর্তাদের। এলাকায় না আছে মশার তেল, না আছে ব্লিচিং, না দেখা যাচ্ছে পুর স্বাস্থ্যকর্মীদের। কলকাতাবাসী তাই ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে।

অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুর স্বাস্থ্য দফতর উদ্যোগী না হলে করোনার ফাঁক গলে ডেঙ্গি মারাত্মক আকার নেবে কলকাতায়। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পাড়ায় পাড়ায় জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। সেসব পরিষ্কার না করলে ডেঙ্গি আটকানো মুশকিল। এমনতিই ডেঙ্গি মোকাবিলায় অনেক দেরি করে ফেলেছে পুরসভা। আরও দেরি করলে পরিস্থিতি সামলানো মুশকিল হবে। তাই পুরকর্তারা জাগুন আর ঘুমিয়ে থাকবেন না।

প্রমীলা সরকার, কালীঘাট

*আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।*

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

# আইনজীবীর মৃতদেহ সংকারের ভার পেল বার অ্যাসোসিয়েশন

**কল্লোল গুহঠাকুরতা :** গত বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই বাঁশদ্রোনী এলকার একটি আবাসন থেকে আইনজীবী কৌশিক দে'র পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে কলকাতা পুলিস। পরিবারে তাঁর আর কেউ না থাকার কারণে তিনি ওই আবাসনে একা থাকতেন। এর ফলে, তাঁর মৃতদেহের দাবিদারও কেউ ছিলেন না। এরফরে তাঁর মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল।

গত শনিবার ৩০ জুলাই, কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। ওই জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার ১ আগস্ট হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদকের হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দেন।

এই নির্দেশ পাওয়ার পরেই জরুরি ভিত্তিতে সেই নির্দেশের প্রতিলিপি বার করে সেইদিন বিকেলের মধ্যেই কৌশিক দের মৃতদেহের সংকার কার্য সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

প্রসঙ্গত এই কৌশিক দে ক্রিকেট খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গত ২ এপ্রিল ইডেন গার্ডেনে আয়োজিত দিবারাত্রি ক্রিকেট উৎসবে মূলত তাঁর দুরন্ত ফিল্ডিংয়ের জন্যই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একাদশ, অ্যাডভোকেট জেনারেল একাদশের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

# আটক বাংলাদেশী নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৮২ ব্যাটালিয়নের বর্ডার পোস্ট রাঙ্গিয়াপোতার সতর্ক জোয়ানরা, জোরালো সংবাদের ভিত্তিতে কাজ করে, অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ২ জনকে আটক করেছে। তাদের পরিচয় – মোহাম্মদ হাসান আলী (৩২) ও সাইফুল খলসি (২৬), দুজনেই বাংলাদেশের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে মোহাম্মদ হাসান আলী জানায় যে, সে ক্যান্সার ও কিডনি রোগে ভুগছে। কোনো কারণে সঠিক কাগজপত্র না বানাতে পারায়, তিন মাস আগে দুজনেই অবৈধভাবে ভারতে আসে, এবং কল্যাণীতে তার চিকিৎসা চালায়। আজ ফিরে যাওয়ার সময় সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। মানবতা ও সদিচ্ছার ইঙ্গিত হিসেবে গ্রেফতারকৃতদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮২ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার নবীন কুমার সিং বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে, যার কারণে কিছু কিছু লোক ধরাও পড়ছে। ধৃতদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে একে অপরের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

# এসবিআই–র উদ্যোগে সুন্দরবনে শুরু 'আমার গ্রাম আমার ব্যাংক'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্বাধীনতার ৭৫তম বছর উপলক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে আজাদী কি অমৃত মহোৎসব, স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে গ্রামের মানুষের কাছে ব্যাংক পরিষেবা তুলে দিতে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নতুন কর্মসূচি শুরু করল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আরবিও ২ বারুইপুর এর পক্ষ থেকে প্রত্যান্ত সুন্দরবনের কুলতলী, ও উত্তর সোনাখালী গ্রামে দুদিন ধরে এলাকার সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে ব্যাংক পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা শুরু হল। সুন্দরবনের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির অডিটোরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রেম অনুপ কুমার সিনহা, উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার সুজয় যাদব, ডিজিএম প্রভাস বোস, রিজিওনাল ম্যানেজার, মনোজ কুমার, চিপ ম্যানেজার রঞ্জন কুমার,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক কুমার সিং, বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা, বিডিও বাসন্তী সৌগত কুমার সাহা প্রমুখ, মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে ২২ জুলাই বিকেল তিনটেয় অনুষ্ঠান শুরু করে প্রেম অনুপ কুমার সিনহা বলেন, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ২১৬ বছরের পুরনো ব্যাংক অতীতে গ্রামের কৃষক সহ সর্বস্তরের মানুষের পাশে ছিল, বর্তমানে আছে ,ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি আরো বলেন, এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি সর্বস্তরের কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতি যাতে সহজ শর্তে ঋণ সহ অন্যান্য আর্থক সুবিধা পেতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে। প্রতিটি গ্রামবাসী যাতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে আমার ব্যাংক হিসেবে মনে করে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির সূচনা হলো আজ। জেনারেল ম্যানেজার সুজয় যাদব বলেন, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সর্বাপেক্ষা পুরানো বিশ্বস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সে বিষয়ে সচেতন করার মূল লক্ষ্য হলো আমাদের কর্মসূচি। তিনি আরো বলেন, আমার বিশ্বাস আগামী দিনে সমস্ত স্তরের নাগরিকরা ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে অফ ইন্ডিয়া কে নিজের ব্যাংক হিসাবে জানবে।

ডিজিএম প্রভাস বোস বলেন, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আপনার ব্যাঙ্ক, আপনার গ্রাম আপনার ব্যাংক এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আমরা গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছি। যার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব হতে পারে। যার উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হল সেই রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজ কুমার জানালেন, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শিক্ষক মাঝারি ও ছোট উদ্যোগপতিসহ সর্বস্তরের নাগরিককে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রেম অনুপ কুমার সিনহা আজ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় আমার গ্রাম আমার ব্যাংক কর্মসূচির সূচনা করে আরেকবার প্রমাণ করে দিলেন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রাম থেকে শহর সমস্ত স্তরের নাগরিকের সঙ্গে ছিল বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব সর্বস্তরের নাগরিককে আমাদের পরিষেবা পৌঁছে দিতে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক কুমার সিং বলেন, এটা ভেবে ভালো লাগছে ক্যানিং মহকুমা আমার গ্রাম আমার ব্যাংক কর্মসূচির সূচনা হলো আজ। আগামী দিনে যাতে সর্বস্তরের নাগরিকরা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে,সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম কুলতলী ও আগামীকাল উত্তর সোনাখালী গ্রামে ভারতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা নজিরবিহীন বলা যেতে পারে, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া২১৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংক পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকায় আমার গ্রাম আমার ব্যাংক এই কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মঞ্চ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১০০ টি দলকে লোন অনুমোদন করা হয়, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসোবা এলাকায় ৮টি স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ওয়াল ঘড়ি তুলে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের হাতে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গ্রাহকদের ১টি করে ছাতা তুলে দেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা সুন্দরবনের উপর কাজ করে চলেছে এমন আটজনকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেন চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রেম অনুপ কুমার সিনহা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডক্টর বসন্ত কুমার দাস অধিকর্তা কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা। বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা, অরুণাভ রায় অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর কলকাতা দূরদর্শন , চিত্রকর ক্ষিতীশ বিশাল, বোনাফাইড কৃষক পার্বতী সরদার প্রমূখ । ২৩ জুলাই উত্তর সোনাখালী গ্রামে ২১৭ টি মেহগনি ও লম্বু গাছ রোপনের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামের সূচনা করেন প্রেম অনুপ কুমার সিনহা। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন এই গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি হবে এই আশা ভরসা এবং বিশ্বাসকে সামনে নিয়ে আজ এই কর্মসূচি সূচনা করলাম আমরা। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি গাছ, একটি প্রাণ, সুন্দরবন রক্ষার্থে গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান,আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হন। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের এই কর্মসূচিকে অভিনব আখ্যা দিয়ে প্রধান শিক্ষক আলী আকবর সরদার বলেন, এই প্রথম এই ধরনের কর্মসূচি আমরা লক্ষ্য করছি গ্রামের মানুষ এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সচেতন হবে বলে আমি মনে করি। নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক জয়দেব মন্ডল বলেন আমাদের জ্ঞানে আমরা প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ দেখছি এবং আমি ধন্যবাদ দেব ব্যাংক কর্তাদের সাথে সাথে সুন্দরবন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লাকে। যিনি যোগাযোগ করে ব্যাংকের সিজিএমজিএম সহ সকল আধিকারিক কে আমাদের গ্রামে এনেছেন। স্বাধীনতার পরে কখনো হয়নি। এ ধরনের কর্মসূচি এর থেকে আমরা উপকৃত হব। স্টেট ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। ব্যাংক থেকে সুবিধা গ্রহণ করব স্টেট ব্যাংকে নিজের ব্যাংক হিসেবে ভাববো। প্রথম দিন সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্য ও বাউল গান পরিবেশন করে সুন্দরবনের শিল্পীরা।


পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যের তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে JEE / WB JEE / NEET - 2023 এর কোচিং

দ্বাদশ শ্রেণী (Class XII) বিজ্ঞান বিভাগ এবং স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৭/০৮/২০২২

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা :

1. মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৬০% (SC) / ৫০% (ST) নম্বর প্রয়োজন। 2. পরিবারের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব : ৩,০০,০০০/- ।

300 টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

| Sl. No | District | Location | Address | Contact No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Parganas (North) | Bagdah | Helencha High School | 9062508020 |
| 2 | 24 Parganas (North) | Barasat | Noapara Rashbihari Institution For Girls | 7980491213 |
| 3 | 24 Parganas (North) | Barrackpore | Naihati Narendra Vidyaniketan | 8910194802 |
| 4 | 24 Parganas (North) | Bashirhat | Bhabla Tantra S R High School | 9547693365 |
| 5 | 24 Parganas (South) | Baruipur | Madarat Popular Academy | 9674461209 |
| 6 | 24 Parganas (South) | Diamond Harbour | Bharat Sevashram Sangha Pranab Vidyapith HS | 9614459239 |
| 7 | Bankura | Bankura Town | Bankura Girl's High School | 8436909827 |
| 8 | Bankura | Khatra | Khatra Girl's High School | 9932441044 |
| 9 | Howrah | Bagnan | Bagnan Girl's High School | 8697803520 |
| 10 | Jhargram | Jhargram | Jhargram Kumudkumari Institution | 9635238730 |
| 11 | Paschim Bardhaman | Durgapur Town | Durgapur TarakNath High School | 9091044624 |
| 12 | Pashchim Medinipur | Medinipore Town | Keranitola Shree Shree Mohanananda Vidyamandir | 9832125087 |
| 13 | Pashchim Medinipur | Kharagpur | Kharagpur Traffic High School | 6295997083 |
| 14 | Purba Medinipur | Contai | Contai Kishorenagar Sachindra SikshaSadan | 8250633799 |
| 15 | Purba Medinipur | Khejuri | Heria Sibaprasad High School | 7407171021 |
| 16 | Purulia | Manbazar | Manbazar Radhamadhab Institution | 9064916112 |
| 17 | Purulia | Purulia Town | Chittaranjan Boy's School | 8670556109 |
| 18 | Alipurduar | Alipurduar | Alipurduar High School | 9434179669 |
| 19 | Alipurduar | Madarihat | Madarihat High School | 9434179669 |
| 20 | Birbhum | Suri | Birbhum Zilla High School | 9800189265 |
| 21 | Coochbehar | Coochbehar Town | Coochbehar Jenkins School | 9679078169 |
| 22 | Dakshin Dinajpur | Balurghat Town | Balurghat High School | 9932923534 |
| 23 | Darjeeling | Siliguri Town | Siliguri Boy's High School | 8918639742 |
| 24 | Darjeeling | Darjeeling Town | Minority Meeting Hall, Office of the DM | 8250496027 |
| 25 | Hooghly | Tarakeshwar | Tarakeswar Girls Primary School | 9732628739 |
| 26 | Jalpaiguri | Jalpaiguri Town | Jalpaiguri Higher Secondary School | 9832086741 |
| 27 | Jalpaiguri | Malbazar | Malbazar Adarsha Vidyapith | 9434900300 |
| 28 | Kalimpong | Kalimpong | Jubilee School | 7908601350 |
| 29 | Malda | Malda Town | Malda Bibhutibhusan High School | 7797919580 |
| 30 | Malda | Chanchal | Chanchal Sidheswari Institution | 9679641846 |
| 31 | Nadia | Krishnanagar | Krishnagar AV High School | 9614894091 |
| 32 | Nadia | Kalyani | University Experimental High School | 9903740075 |
| 33 | Purba Bardhaman | East Burdwan | Krishnapur High School | 8918943234 |
| 34 | Uttar Dinajpur | Raiganj | Sudarsanpur Dwarika Prasad Uchcha Vidyachakra | 8436510006 |
| 35 | Murshidabad | Jangipur | Jangipur High School | 7001595928 |
| 36 | Kolkata | Kolkata | Jodhpur Park Boy's School | 6291691563 |

আবেদনপত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এছাড়াও www.anagrasarkalyan.gov.in / www.wbbcdev.gov.in Website - এ পাওয়া যাবে।
05/08/2022 থেকে 27/08/2022 তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা করতে হবে।
অথবা Online এ আবেদনের জন্য www.wbbcdev.gov.in দেখুন।

প্রশিক্ষণ রূপায়ণে ncsm

Head Office:
166/A Canal South Road,
Beliaghata, Kolkata - 700105

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন:
9903740075
9433444999


# নতুন ট্রেনের সূচনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রবিবার থেকে চালু হলো সিউড়ি শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস নতুন ট্রেন। রবিবার বিকালে রাজস্থানের উদয়পুর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনের সূচনা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সিউড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম প্রেমানন্দ শর্মা। আমন্ত্রণপত্রে নাম থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। প্রতিদিন ভোর ৫:২০ নাগাদ সিউড়ি ছেড়ে ওই ট্রেন শিয়ালদহ পৌঁছবে সকাল ৯:৫৭। তেমনি শিয়ালদহ বিকাল ৫:২৫ ছেড়ে সিউড়ি ঢুকবে রাত্রি ১০:১৫। পথিমধ্যে দুবরাজপুর,পান্ডবেশ্বর, অন্ডাল, দুর্গাপুর, পানাগড়,বর্ধমান,ব্যান্ডেল, নৈহাটি স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। গত ৩০ মে সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন ট্রেন চালুর করার বিষয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করার কথা জানিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়ে হেরে গিয়েছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮২ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী প্রয়াত গনি খান চৌধুরী রামপুরহাট – হাওড়া (ভায়া –সিউড়ি) ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার এবং ২০০৭ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব সিউড়ি–হাওড়া হুল এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর পর নতুন ট্রেন চালু হওয়ায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া সিউড়ি শহরে। রবিবার দুপুরে অভিনন্দন যাত্রা করে ঢাক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সিউড়ি স্টেশনে আসে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহার অনুরোধে নতুন ট্রেন দুবরাজপুর স্টেশনে স্টপেজ পেলো বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকাল চারটে চৌত্রিশ মিনিট নাগাদ সিউড়ি স্টেশন থেকে চাকা গড়ায় শিয়ালদহগামী সিউড়ি–শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনের। অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো।

# 'এমন কোনো মানুষ খুঁজে'

প্রথম পাতার পর

এটি হতাশায় ভরা বঙ্গ রাজনীতির বর্তমান চিত্র। গত ৫০ বছর ধরে রাজনীতিকদের দেওয়া স্বপ্ন নিয়ে হাসি কান্নায় পথ চলল বাঙালি, কিন্তু আজও তার অরন্ধন কাটল না। আজও তার ঘরের ছেলে মেয়েটা রোজগারের জন্য কাঁদে। শ্রমিক কাজ হারায় প্রতিদিন, কৃষক কিছুতেই তার স্বচ্ছলতা পায় না। এমন কোনো আশা বাঙালির সামনে নেই যার একটা শেষ আছে। যার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে আমি আশাহত নই। সশ্রদ্ধ প্রণাম পুলক, নচিকেতা ও নির্মলাকে বাঙালির ব্যথাকে এভাবে কালজয়ী করে তোলার জন্য। এই নিরাশার মাঝে এটুকুই রইল পাওনা হয়ে।

# ধ্বংস হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

প্রথম পাতার পর

ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে তৈরি করা হচ্ছে মাছের ভেড়ি। এই খবর পাওয়ার পর কালবিলম্ব না করে বনদপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। ম্যানগ্রোভ লাগানো সংরক্ষিত এলাকা থেকে কেন মাটিকাটা হয়েছে সে বিষয়ে এলাকাবাসী এবং ফিশারি লিজ নেওয়া ব্যক্তি সদয় শিটের সঙ্গে কথা বলেন, তাকে নির্দেশ দেন অতিসত্বর ফিশারিতে জোয়ার–ভাটা খেলার ব্যবস্থা করতে ফিশারির বাঁধ যেন কেটে দেওয়া হয় । কারণ হিসাবে বনদপ্তর আধিকারিকরা জানান জোয়ার–ভাটা না খেললে ভিতরে যে ম্যানগ্রোভ রয়েছে সেগুলি মারা যাবে। সেইসঙ্গে আধিকারিকরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান। তবে খবর পেয়ে বনদপ্তর আসায় খুশি এলাকার মানুষ। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জাতীয় অতিসত্বর শাস্তি পান তাঁর দাবি তোলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হবে এই আশ্বাস দেন বনদপ্তর আধিকারিকরা।

# বাগদা সীমান্তে অনুপ্রবেশ অবাধে

প্রথম পাতার পর

এর পাশাপাশি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা পরোক্ষে পুলিশি মদত থাকাও অস্বাভাবিক নয়, বলে মনে করেন। এই বাসিন্দাদের ধারণা যে ভিত্তিহীন নয়, তা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক 'ধূর' পাচারকারী অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারীদের দালালের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। এই পাচারকারী বলে, 'বাগদা থানার দাবি মতো মাথাপিছু প্রত্যেক বাংলাদেশি ধুরের জন্য থানাকে পাঁচশো টাকা করে দিতে হয়। এমন কোনও দিন নেই যে প্রায় দু' লাখ টাকা হয়নি।' বিএসএফকে কিছু দিতে হয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দালালটি বলে, 'বিএসএফের সাথ কোনও কনট্রাক্ট নেই। আমরা আসলে সীমান্ত রক্ষীদের নজর এরিয়েই এই 'ধূর' পাস করি।'

এ প্রসঙ্গে বাগদা থানার ওসি উৎপল সাহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'বর্ডার তো বিএসএফের। সীমান্তে বিএসএফ মোতায়েন আছে। তারা তো সীমান্ত পাহারাদেয়। অনুপ্রবেশহলে সেটা তো সীমান্ত দিয়েই হচ্ছে। এখানে তো পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। এখন তো পঞ্চাশ কিলোমিটার বিএসএফের এলাকা। এছাড়া তো সীমান্তে তো সারা বছর ১৪৪ ধারা জারি থাকে। এসত্ত্বেও যদি অনুপ্রবেশ হয়ে, তাহলে বিএসএফ কি করতে আছে? ওদের তো কমান্ডিং অফিসার আছে, ডিআইবি আছে। অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। আর ওই পাচারকারী বা দালাল যা বলছে, তা সম্পূর্ণ ভুল।'

বাগদা তৃণমূল ব্লক সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, 'আমার কাছে একটা মৌখিক অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু থানায় তো এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। আর সীমান্ত দিয়ে 'ধূর' পাচার, সোনা পাচার সহ যাই পাচার হোক না কেন, তা তো বিএসএফের নজরে আছে। তা না থাকলে কি করে হয়? এখন তো সব তার কাঁটা দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে। এছাড়া দশফুট অন্তর অন্তর বিএসএফ পাহারা দেয়। এর মধ্যে দিয়ে যদি অনুপ্রবেশ হয়, তার দায় তো বিএসএফের। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে পাচারকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ উঠছে, সেই অভিযোগের তো কোনও সারবত্তা নেই।'

এ প্রসঙ্গে বাগদার এসডিপিও সুকান্ত হাজরা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'যদি এ ধরনের ঘটনা সত্যিই ঘটে, তাহলে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। বিষয়টা আমি মাথায় রাখলাম। আমি নিজে এ ঘটনার তদন্ত করে দেখছি।'

বিএসএফের ডিআইবি আধিকারিক উদয় রায় বলেন, 'আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অত্যন্ত গরীব দেশ। বিশেষ করে করোনা মহামারিতে দেশটা আরও ভেঙে পড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে। এজন্য ওদেশের পুরুষ–মহিলারা কাজের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী ভারতে ঢুকে পড়ছে পাচারকারীদের হাত ধরে। এই অনুপ্রবেশের আড়ালে কোনও সন্ত্রাসবাদী তো ঢুকে পড়তেই পারে। তাহলে দেশের সার্বভৌমত্ব নিঃসন্দেহে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়াবে। মুম্বাইয়ের মতো ঘটনা ঘটে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় প্রশাসনকেই সতর্ক থাকা দরকার। তা না হলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় থেকে আমরা কেউই রেহাই পাব না, বলেই আমি মনে করি।

এদিকে রাজ্যে শারদোৎসব। আর ঠিক তার পরেই রাজ্য জুড়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়বে। পর পর এই দুটি বড় উৎসবের কাউন্টডাউন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশের আড়ালে কোনও সন্ত্রাসবাদী এদেশে ঢুকপেড়া বা কোনও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহল। এমনকি অনুপ্রবেশে বিএসএফের পাশাপাশি পুলিশও সমান দায়বদ্ধ বলেই মনে করেন তারা।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 41, 6 August - 12 August, 2022



## মহানগরে

# বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

**বরুণ মণ্ডল :** এবার জলাভূমি থেকে সমস্ত রকম হোর্ডিং সরিয়ে দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এবার জলাভূমিও হবে হোর্ডিং মুক্ত জোন। আর কলকাতা শহরে নতুন 'ইউনিপোল হোর্ডিং' চালু হচ্ছে। কলকাতা শহরের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে এই ইউনিপোল হোর্ডিং থাকবে। এবং প্রতি পোল একটি নির্দিষ্ট মাপে হবে। পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের বিশেষত পূর্ব দিকের জলাশয়গুলিতে বিশাল বিশাল হোর্ডিং লক্ষ্য করা যায়। তাদের লোহার কাঠামো ওই জলাশয়ের জলের নীচে রয়েছে। নগর-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, জলাভূমিতে বিজ্ঞাপন হোর্ডিংয়ে শহরে দৃশ্যদূষণ বৃদ্ধি করছে। সেজন্য ৩ আগস্ট কলকাতা শহরের নতুন বিজ্ঞাপন নীতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ও পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার। ৫২ পাতার এই নয়া বিজ্ঞাপন নীতির খসড়ায় কলকাতার কোন এলাকাগুলি হোর্ডিং জোন এবং কোন এলাকাগুলি নন- হোর্ডিং জোন হবে তা বলা রয়েছে। আবার কোন জোনে কী ধরনের বিজ্ঞাপন থাকবে, তাও ওই নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন – পার্ক স্ট্রিটের মতো এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই ধরনের বিজ্ঞাপন এখানে দিতে হবে। এছাড়া ডিজিটাল হোর্ডিংয়ের উপর ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুর এলাকার যেখানে যতো জলাভূমির উপর যেসব হোর্ডিং আছে, সেগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং তাদের লোহার কাঠামোও তুলে ফেলা হবে ওই জলাশয় থেকে। তাহলে জলাশয়ে হাওয়া বাতাস ভালো রকম খেলতে পারবে। মৎস্য চাষও আরও ভালো হবে। তবে নতুন বিজ্ঞাপন নীতি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এদিন দেবাশিস কুমার জানান, আশা করা যাচ্ছে আগামী শারদোৎসবের আগেই নতুন বিজ্ঞাপন নীতি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

# নাম বাদে জল্পনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের ১৬৩ নম্বর পৃষ্ঠায় সিঙ্গুর গণআন্দোলন পর্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঐতিহাসিকভাবে সত্য। সুতরাং রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বইয়ের পাতা থেকে সরানোর দাবিকে অগ্রাহ্য করেন রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রিত্ব খুইয়েছেন সেটা মন্ত্রিসভার বিষয়। বইয়ের পাতায় নাম থাকার বিষয় নয়। ইতিহাস বইয়ের পাতায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে এবং ছাত্রছাত্রীরা তা যত্ন সহকারে পড়বে মুখস্থ করবে এবং পরীক্ষার খাতায় তা লিখবে। ১ আগস্ট এ বক্তব্য রাখেন রাজ্যের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার। অষ্টম শ্রেণির 'অতীত ও ঐতিহ্য' নামক পাঠ্য ইতিহাস বইয়ে 'কৃষিজমির অধিকার : সিঙ্গুর আন্দোলন' পর্বে লেখা রয়েছে, 'সেই আন্দোলনকে সুসংহত করে তার নেতৃত্ব দিলেন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থ চ্যাটার্জী'। এ বিষয়ে অভীক মজুমদার বলেন, 'ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই, তা হলে এই বাক্যটার মধ্যে কোনও ধরনের কোনও ভুলভ্রান্তি কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না। লেখাটা ২০১৬ সালে রচনা করা হয়েছিল। আজও এই কথাটা সত্য যে, সেই সময়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন তদনীন্তন বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই বাক্যটা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য এবং আজও সেটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্যি'। পার্থর গ্রেফতারির পরই অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য ইতিহাস বই থেকে উল্লিখিত তাঁর নাম মুছে দেওয়ার দাবি করেছেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল ও বিজেপির টিচার্স সেলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আহ্বায়ক পার্থ চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের কোনও বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ১৬২ – ১৬৮ পাতা মোট ৭ টি পাতা কোনও বছর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে বা বাড়িতে শিক্ষকশিক্ষিকারা পড়ায় কী না এবং তার ওপর পরীক্ষা নেয় কী না সে বিষয়ে জোর সন্দেহ রয়েছে।

# নয়া ইউনিফর্ম

**বরুণ মণ্ডল :** তারাই চলতি আগস্ট মাসের মধ্যে কলকাতার স্কুলে স্কুলে এই ইউনিফর্ম পৌঁছে দেবে। কলকাতাস্থিত ১৪৩১টি রাজ্য সরকারি স্কুলে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০০ পড়ুয়ার ইউনিফর্ম তৈরি করছে কলকাতা পুরসভার সোশ্যাল সেক্টর। কলকাতা পুরসভার সোশ্যাল সেক্টর দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ইউনিফর্ম তৈরি করছেন। এই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন বিশ্ব বাংলা লোগো লাগানোর কাজ চলছে। কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত ৬২৯ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই কাজ করছে।

# বায়ু কীভাবে দূষিত হচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতার বায়ু কীভাবে দূষিত হচ্ছে? পরিবহন, শিল্প এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থ থেকে কলকাতা শহরের বাতাসে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম ২.৫ – র পরিমাণ ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ছে। পরিবহন সেক্টর থেকে কলকাতার বাতাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র এবং মারাত্মক ধূলিকণা যুক্ত হচ্ছে – সম্প্রতি একটা সমীক্ষায় এরকমই তথ্য উঠে এসে।

সম্প্রতি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এস কে শাহু এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডির তরফে ড. গুফরান বেগ যিনি 'সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চে'র (সাফার) ফাউন্ডিং প্রজেক্ট ডিরেক্টর, এই দু'জনের নেতৃত্বে কলকাতাকে নিয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা চলার সময় গবেষকেরা বাতাসে অতি ক্ষুদ্র ভাসমান ধূলিকণা যা পিএম ১০ মাইক্রোমিটার এবং পিএম ২.৫ মাইক্রোমিটার নামে পরিচিত, তার উৎস খুঁজতে প্রতি ৪০০ মিটার দূরত্বের বায়ু দূষণের বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন। যার অর্থ শহরের প্রতি ৪০০ মিটার বাই ৪০০ মিটার গ্রিড এলাকায় দূষণের উৎস এই গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষক এবং বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, এই তথ্য এতো উচ্চমানের যা বিজ্ঞানী, নীতি নির্ধারক, ন্যাশনাল ক্লিয়ার প্রোগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের জন্য ভীষণ কাজের হতে পারে।

বাতাসে বিভিন্ন আকারের ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম) রয়েছে। এগুলি মূলত ধুলো, কাচ এবং ধোয়ার একটি বিপজ্জনক জটিল মিশ্রণ। এরমধ্যে সবচেয়ে ছোটো পার্টিক্যালের ব্যাস পিএম২.৫ মাইক্রোমিটারের বেশি নয়। পিএম২.৫ বাতাসে কয়েকদিন থেকে সপ্তাহ পর্যন্ত ভেসে থাকতে সক্ষম। তাই মানব শরীরের বিশেষ করে শ্বাসনালী এবং ফুসফুসে তীব্র সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। পিএম১০ তুলনায় কিছুটা বড়, যার ব্যাস সাধারণত ১০ মাইক্রোমিটারের অধিক নয়।

এ কমপ্রিহেনসিভ হাই-রিসলিউশন গ্রিডেড ইমিশন ইনভেনটরি অফ অ্যানথ্রোপোজেনিক সোর্সেস অফ এয়ার পলিউটেন্টস ইন ইন্ডিয়ান মেগাসিটি কলকাতা শীর্ষক এই গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে যার নাম এসএন অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অফ এসপ্রিনজার নেচার এই গবেষণায় শহরে দূষণের জন্য মূলত বহু পুরনো যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ছোটো থেকে মাঝারি আকারের শিল্পাঞ্চল কলকাতার দূষণ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসাবে উঠে এসেছে। এমন ১৪টি সোর্সেসের মধ্যে রয়েছে – বায়ু প্রবাহিত ধূলিকণা ও পরিবহন – শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গৃহস্থালি, বস্তি, রাস্তার বিক্রেতা, ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো, গোবর, ডিজেল জেনারেটর, পুরসভার কঠিন বর্জ্য পোড়ানো, নির্মাণ, ধূপকাঠি, মশার কয়েল, সিগারেট এবং শ্মশান। গবেষকদের মতে – পিএম১০ – এর উৎস হিসেবে প্রধান তিনটি সেক্টর হল, পরিবহন থেকে ২২ শতাংশ, শিল্প থেকে ১৮ শতাংশ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি পিএম ২.৫ – এর প্রধান তিনটি উৎস হল, পরিবহন থেকে ৩২ শতাংশ, শিল্প থেকে ১৮ শতাংশ পুরসভার কঠিন বর্জ্য থেকে ১৬ শতাংশ।

সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চে'র (সাফার) ফাউন্ডার অ্যান্ড এক্স – প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা.গুফরান বেইজের উক্তি, পুরসভার কঠিন বর্জ্য পোড়ানোই হল, বায়ুদূষণের অন্যতম বড়ো উৎস। অনিয়মিত ভাবে কঠিন বর্জ্য পোড়ানোকে আইন তৈরি করে এধরণের কাজ নিষিদ্ধ করা উচিত। বস্তি অঞ্চলে সহজলভ্য এবং কম পয়সার তেল রান্নার কাজে ব্যবহার শহরের দূষণের আরও একটি বড়ো উৎসব। বাতাসে উড়ে আসা ধুলোকে পিএম১০ – এর উৎসের আরও একটি কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে নন –এক্সস্ট যানবাহনের নির্গমন হিসাবে।



এই গবেষণায় উঠে আসা কিছু সুপারিশ যা নীতি নির্ধারকদের কাজে আসতে পারে, সেগুলি এরকম – ১. পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি যেমন – বাস, লরি ইত্যাদি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাতিল করা। একই সঙ্গে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সচল করলে পরিবহন থেকে যে বায়ুদূষণ হয়, তা আরও কম করা সম্ভব। ২. ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা। ৩. বস্তিতে রান্নার জন্য ব্যবহার করা জ্বালানি এবং পরিবহন কার্য আরও নিয়ন্ত্রণ করা। ৪. রান্নায় পলির মতো জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করা। ৫. শহরের একমাত্র ডাম্পিং সাইট ধাপার বিকল্প তৈরি করা এবং একই সঙ্গে কঠিন বর্জ্য ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা আরও উন্নত করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী বাতাসে বিপজ্জনক দূষণ কণা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা বেশি কলকাতা পুর এলাকায়। যেখানে কলকাতার বাতাসে প্রতি কিউবিক মিটারে ৫.২ পার্টিকুলেট ম্যাটার থাকার কথা। সেখানে তা রয়েছে ৫৮.২। কোন্ শহরে কত বেশি দূষিত? তা বোঝায় জন্য মাপতে হয় বাতাসে বিপজ্জনক দূষণ কণা। বাতাসে ভাসমান নানা ধরনের নানা আকারের দূষণ কণা থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর যাদের ব্যাস আড়াই মাইক্রন বা তারও কম। এদের বলা হয় পার্টিকুলেট ম্যাটার ২.৫ বা পিএম২.৫ মাইক্রোমিটার'। এক মাইক্রন বলতে বোঝায় এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। মানবরক্তের লোহিত কণিকার ব্যাস পাঁচ মাইক্রন। আর মাথার চুলের ব্যাস গড়ে ৫০ থেকে ১০০ মাইক্রন। আড়াই মাইক্রন এতোটাই ক্ষুদ্র তা খালি চোখে দেখা যায় না। প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই পিএম২.৫ সোজা ফুসফুসের ভিতরে চলে যায়।

এদিকে কলকাতা পুরসভার উদ্যান ও বাগান দফতরের দীর্ঘ সাড়ে ১২ বছরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ১৩ জুলাই আসার ও সুইচ অন ফাউন্ডেশনে'র উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক পরিবেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বলেন, কলকাতা একটা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ মহানগর। আমরা আয়লা এবং অন্যান্য সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে দেখেছি যে কলকাতা মহানগরের অবস্থা কী হতে পারে। সুন্দরবন থেকে কলকাতার দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রভাব কলকাতার ওপর যে পড়ছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আজকের আলোচনার বিষয় 'এয়ার পলিউশন'। বায়ুদূষণ যা পরিবেশের বিপদের পক্ষে একটা বড়ো কারণ। তবে আমি কলকাতাবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই। গত কয়েক বছরে কলকাতায় বায়ুদূষণের পরিমাণ কমেছে। অন্যান্য মহানগর গুলির সঙ্গে তুলনা করলে। এই কমার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আমরা অলটারনেটিভ এনার্জির দিকে এগিয়েছি। আমরাই ভারতবর্ষে প্রথম সোলার পার্ক তৈরি করেছি (দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক)। আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতার ১০ টা পার্কে সোলার সিস্টেম চালু করেছি। এতে ক্যাপিটেশন ইনভেস্টমেন্ট অনেকটা বেশি। বর্তমানে কলকাতার পথে ইলেকট্রিক অর্থাৎ ব্যাটারিচালিত বাস নামানো হয়েছে। এর সংখ্যাটা বাড়ানো হচ্ছে। প্রায় দু'হাজার ইলেকট্রিক বাসের অর্ডার পরিবহন দফতর দিয়েছে। ধাপে ধাপে তা আসতেও শুরু করেছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অনেক গুলি বাস এসে যাবে। আর সিএনজি চালিত বাসও পথে নামানো হয়েছে। এবার নন-এসি ইলেকট্রিক বাসও পথে পাওয়া যাবে। ফলে পরিবহন ক্ষেত্রে যে বিপুল দূষণ হচ্ছে তা কিছুটা কমবে। আমরা কলকাতা পুরসভা কেবল ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছি, কলকাতার ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে উন্নত করতে। যাতে ড্রেনেজ থেকে কোনও পলিউশন না ঘটে। আমরা একটা সমীক্ষা করেছি যে, কলকাতা পুর এলাকায় কত গাছ আছে। এবং তার কত গুলি সরকারি জমিতে আর কত গুলি বেসরকারি জমিতে রয়েছে এবং তা কী প্রজাতির গাছ ও তার বয়স কত? আমফানে কলকাতার প্রায় ১৫ হাজার গাছ পড়ে গিয়েছে। সবুজায়নের একটা বড়ো ক্ষতি হয়েছিল। তারপর আমরা কলকাতা শহরে প্রায় এক লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। এবং অধিক সংখ্যায় তা বাঁচানো হয়েছে। কলকাতার যেসব রাস্তা দিয়ে বেশি বাস যাতায়াত করে সেখানে আমরা গ্রিন করিডোর তৈরি করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য কলকাতার বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমানো। এবং মিডিয়া যদি বায়ুদূষণের ফলে কলকাতার কী ক্ষতি হচ্ছে, এগুলোকে নিয়ে কলকাতাবাসীকে সজাগ-সচেতন করে, তাতে আখেরে কলকাতারই উন্নতি হবে। যেমন – কলকাতাবাসী এখন কোন্ অবস্থায় আছে। পলিউশন বৃদ্ধি পেলে কোথায় যাবে? অর্থাৎ মানুষের মানুষিকতাকে পরিবর্তন করতে হবে। পরিবেশ বিষয়ে মিডিয়াকে আরও সিরিয়াস হতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকের সংখ্যা খুবই কম। আমরা বলছি, পলিউশন নিয়ে আপনি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলুন। আপনি সরকারের এনভায়রনমেন্ট পলিসি নিয়ে কথা বলুন। এনভায়রনকে সেভ করার জন্য প্রটেস্ট করার জন্য সাজেশন তো অন্তত আপনারা দিন। এ বিষয়ে আরও গুরুত্ব সহকারে প্রচার করুন।

## লেন্স বার্তা



তারের ভারে হেলে পড়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি, গড়িয়ার কাছে।



বাড়ির পথে ভিনটেজ গাড়ি। ছবি : অভিজিৎ কর




সমাজ গঠনে কর্পোরেট সোসাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর)-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বিভিন্নভাবে। তাই এমসিসিআই এই বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে সঠিক সামাজিক সংগঠনের যোগসূত্র ঘটানোর জন্য এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মুখ্য আধিকারিক সংঘমিত্রা ঘোষ তাঁর বক্তব্যতে সরকারি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা তিনি বলেন সিএসআর-এর মাধ্যমে। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেসব ওঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেগুলিকে অত্যাধুনিকগড়ে তোলবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ কোঠারী সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

## এখানে ওখানে

# বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্রের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবস কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকার এ বছর ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি নিয়েছে। আগামী ১৩-১৫ আগস্ট দেশব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অন্তর্গত মণ্ডল প্রমুখ। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, ১৩ আগস্ট ও ১৪ আগস্ট কাউন্টডাউন হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি হবে ক্যানিং ও বারুইপুর সাবডিভিশনে। ১৫ আগস্ট মূল মেগা স্বাধীনতা দিবস




বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্র এই তিনদিন বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। মূলতঃ ১৫ আগস্ট এক ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হবে বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকের গাববেড়িয়ায়। গত ৩ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দফতরের এপিএফ কপিল কুমার, প্রশিক্ষক কামিনী কুমার গুছাইত, গাববেড়িয়া আমরা সবাই সংঘের সম্পাদক তথা ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, জেলা কনভেনর নিতিশ উদযাপন হবে আলিপুর সাব ডিভিশনের বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকে, সহযোগিতায় থাকবে গাববেড়িয়া আমরা সবাই। পতাকা উত্তোলন, ৮০ ফুট জাতীয় পতাকা, ব্যান্ড সহযোগে বহন করা হবে। মণীষীদের কাট আউট নিয়ে ট্যাবলো থাকবে। বৃক্ষরোপণ করা হবে, সেই সঙ্গে ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা ওড়ানো হবে। থাকবে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠান। গাববেড়িয়া আমরা সবাইয়ের সম্পাদক সুফল ঘাঁটু বলেন, অরাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হবে। সকলকে অনুষ্ঠানে স্বাগত।

# রাখিবন্ধন উৎসবে কবিগুরুর সঙ্গেই বর্তমানে প্রাসঙ্গিক মন্দিরনগরী কালনা

**দেবাশিস রায় :** রাখিবন্ধন উৎসব এগিয়ে এলেই সবার আগে মনে পড়ে যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশপ্রীতির কথা। পাশাপাশি প্রায় একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মন্দিরনগরী কালনার নামও। রাখিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এখানকার কুটির শিল্প লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর নজর কেড়ে নিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় লর্ড কার্জনের নেওয়া বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। অসংখ্য সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কবিগুরুও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তিনি সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসীর সৌভাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃশ্য করার লক্ষ্যে রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা করেন। কালের গতিকে বর্তমানে রাখিবন্ধন উৎসবে খানিকটা রাজনৈতিক রং লাগলেও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা বহনে কিন্তু কোনও খামতি নেই। তবে, ধর্মীয় ভাবাবেগ বা রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক আবহ যাই হোক না কেন এই উৎসবকে আরও বেশি আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলতে এবং আধুনিক প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী রাখিতেও বৈচিত্র এসেছে। সেই বৈচিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে কালনার রাখি শিল্প। এককথায় বলা যায়; ঐতিহ্যবাহী রাখিবন্ধন উৎসবের বাতাবরণেই বিশ্বকবির পাশাপাশি বর্তমানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে কালনা শহরের নামও। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন নগরী কালনার অলিগলিতে ঘরে ঘরে বর্তমানে রাখি তৈরির ব্যস্ততা। বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাসের জন্মস্থান এই শহরের নানান ডিজাইনের রং-বাহারি রাখিই মাতিয়ে রেখেছে এরাজ্যের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লাখো মানুষকে। এবারও যার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।এখান থেকে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী বহু লক্ষ টাকার রাখির চালান প্রক্রিয়া



সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। সামনের সপ্তাহেই দেশজুড়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হবে ঐতিহ্যবাহী রাখিবন্ধন উৎসব। তাই সময় যত এগিয়ে আসছে ততই রাখি শিল্পী সহ কারবারীদের ব্যস্ততাও বাড়ছে। এবারে রাখি শিল্পের হালহকিকত স্বচক্ষে দেখার জন্য রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সম্প্রতি কালনা শহরের একাধিক ক্লাস্টার পরিদর্শনও করেন। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর সর্বত্র আড়ম্বরের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। সেই কারণে রাজ্য সরকার বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ রাখি কেনে। এবারও সরকারি একাধিক দপ্তরের মাধ্যমে বহু লক্ষ টাকার রাখি কেনার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই রাখির একটা বড়ো অংশই জোগান দিচ্ছে কালনার কুটির শিল্পগুলি। ফলে এক লহমায় আরও খানিকটা রাখির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এই কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা আরও কিছুটা বাড়তি অর্থের মুখ দেখছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কালনায় ঘরে ঘরে রাখি তৈরি হয়। একসময় রাখি শিল্পটি মূলত কালনা শহরকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখানকার রাখির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান কালনা শহর সন্নিহিত গ্রামগঞ্জ এমনকি, পার্শ্ববর্তী নদিয়া ও হুগলির জেলার একাংশে এই শিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। রাখি শিল্পের সুদক্ষ কারিগর মূলত মহিলারাই। বাড়িতে কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বাড়তি অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে মহিলারা এই শিল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। তাঁরা এখানকার কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাহিদা মতো কাজ বাড়িতে নিয়ে এসে রাখি তৈরি করেন। পরে সেগুলি ব্যবসায়ীদের কাছে জমা দিয়ে মজুরি বাবদ টাকা পান। রাখির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মজুরি ধার্য্য হয় ডজন হিসেবে। বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাসের বাবা রাধেশ্যাম দাস পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কালনা শহরের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তিনি বলেন, একসময় কালনা শহরেই রাখি শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে রাখি শিল্পীরা। সবমিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক পরিবার এখন এই কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। শহরের আর এক বাসিন্দা অরিজিৎ রায় বলেন, অসংখ্য পরিবার এখানকার রাখি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ঘরেই আর্থিক উন্নতির বাঁধনটা বেশ আলগা।

# বিনা ওষুধে রোগ সারান

### গ্যাসের সমস্যা

বায়ু, পিত্ত, কফ– এই তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর মানুষের শরীর টিকে থাকে, এদের সমতার চেয়ে বেশি কম থেকেই যত রোগের সৃষ্টি। যাদের বায়ুর ধাত বেশি, তাদের গ্যাসের সমস্যা বেশি দেখা যায়। গ্যাসের সমস্যা নিবারণে খাদ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া দরকার। দরকার সহজ পাচ্য খাওয়া, নিয়ম করে সময় মতো খাওয়া দাওয়া যারা করবে তাদের গ্যাসের সমস্যা কম হবে। পায়খানা পরিষ্কার না হলে গ্যাসের প্রবণতা বাড়ে। কাজেই নিয়মিত দাস্ত পরিষ্কারের দিকে নজর দিতে হবে। গ্যাসে দুর্গন্ধ হলে বুঝতে হবে হজম ক্রিয়া যথাযথ হচ্ছে না। কোষ্ঠ কাঠিন্য গ্যাস বৃদ্ধি করে।

প্রথমেই একটা টোটকার কথা বলি, অপরাহ্নে সূর্য ডোবার কিছু আগে কাঁচের এক গ্লাস জল ভাল করে ধুয়ে কাঁচের অথবা চিনে মাটির প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখুন। জলে একটা বোঁটা সমেত কাঁচা লঙ্কা ডুবিয়ে রাখুন। সারারাত জল কাঁচা লঙ্কায় তেতে উঠবে, সকাল বেলা খালি পেটে ওই জলে পান করুন। লঙ্কা রান্না ঘরে পাঠিয়ে দিন। এতে শরীরের সব গ্যাস বের হয়ে যাবে। গ্যাসের সমস্যা কমে যাবে। এটি রোজ করার দরকার নেই, যখন গ্যাসের সমস্যা প্রবল মনে হবে তখনই করবেন।



এছাড়া আকুপ্রেসার এবং তার সাথে অন্যান্য ব্যায়াম সাথে প্রাতঃভ্রমণ খুব উপাদেয়। এছাড়া ডান হাতের আঙুলের ফাঁকের খাঁজে বা হাত, অনুরূপ ভাবে বাঁ হাতে আঙুলের খাঁজে ডান হাত গলিয়ে হাতের আঙুলের খাঁজের মাঝে যে লম্বা খালের মতো দুটি হাড়ের মাঝখানের খাঁজে চাপ দিতে থাকুন, যখন ডান হাত দিয়ে চাপ দেবেন তখন বাঁ হাত গুটিয়ে রাখবেন। আবার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে চাপ দেবার সময় বাঁ হাতের আঙুল গুটিয়ে রাখবেন। এটি করলেও উদরের গ্যাস নির্গত হয়, এছাড়া পবন মুক্তাসন করলে উদরের সমস্ত গ্যাস মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। মনে রাখবেন মুখ দিয়ে না বের হয়ে নীচের মলদ্বার দিয়ে গ্যাস নির্গত হওয়া স্বাস্থ্য সম্মত।

দুর্গাদাস সরকার

# মাঙ্গলিকী

## ‘প্রবঞ্চক’–সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল

নাটক

কৃষ্ণচন্দ্র দে

কলকাতা লাগামছাড়া প্রযোজিত এবং অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনিত ও নির্দেশিত নাটক ‘প্রবঞ্চক’। এটি একটি ফরাসী সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে তৈরি। বিগত ৩০ জুলাই ২০২২ তারিখে তপন থিয়েটারে অভিনিত হল। এই নাটক সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল। আসলে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ধ্বংস যজ্ঞে শেষ হয়ে যাচ্ছে সভ্যতা। হিংস্রতা থাবা বসিয়েছে সর্বত্র। সমগ্র বিশ্ব যেন আজ মাদক ও সন্ত্রাসে মদত পুষ্ট ফায়দাবাজদের কর্মশালা। দূর্বৃত্তায়ন, হত্যা, ধর্ষণ অপরাধ মূলক কার্যকলাপ যখন সমাজকে অসুস্থ করে তোলে প্রতিনিয়ত তখন তার প্রতিকার করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কাহিনীতে পাই দুটি বালিকা মেলা দেখে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয়। তারা দুই বোনকে খুন করে নিকটবর্তী কোনও জলাশয়ে ফেলে পালিয়ে যায় জোড়া ঝিল পুকুর থানার উপর ও ওপর মহলের চাপ আসে। শুরু হয় তদন্ত।

আপাতভাবে কিছুটা সৎ তিন পুলিশ অফিসার সমাজের এই জঞ্জাল সাফ করার প্রচেষ্টায় নিরত চেষ্টা চালিয়ে যায়। কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা সমাজের খেটে খাওয়া সাধারণ মেয়ে সবিতার সাহায্য চায়। সবিতা ঝুঁকি আছে দেখে প্রথমে রাজি হয় না, কিন্তু পুলিশ মহল ওকে আশ্বস্ত করে এবং ওর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে এবং বিশ্বাস উৎপাদন করে। পুলিশের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সবিতা রাজী হয়। সবিতা দরজায় দরজায় ঘুরে কসমেটিক দ্রব্য বিক্রয় করে। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষের সাথে ওর যোগাযোগ আছে। এই বিশ্বাসে পুলিশ সবিতাকে টার্গেট করে এগিয়ে যায় এবং সুফল পায়। সমস্ত অপরাধীর উপর অতর্কিতে সবিতার সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সকলেই গ্রেফতার হয়। এদিকে সমাজের ক্ষমতাবান প্রবঞ্চকের এক জোট হয়ে তদন্তকে দিকভ্রান্ত করে সৎ প্রচেষ্টার মূলে ভেস্টেড ইন্টারেস্টে কুঠারাঘাত করে। প্রবঞ্চিত হয় নিরাপরাধ মানুষ।

তদন্ত সিবি আইয়ের কাছে যায়। সিবিআই অফিসারেরা মামলাটি তদন্ত শুরু করে। কিন্তু সেই সৎ চরিত্র সবিতার কি হল? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন? সেটা জানতে গেলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই।

এবারে অভিনয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই যার কথা বলতে হয় মস্তান পল্টু এবং সিবিআই অফিসার দ্বৈত চরিত্রে নির্দেশক অরিজিৎ এর অনবদ্য অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। পুলিশ নকুড় চন্দ চরিত্রে সঞ্জয় বিশ্বাস বেশ ভাল। দর্শকের রিলিফের কাজটাও করেছেন। শিল্পীর দক্ষতা আছে। সবিতা চরিত্রে টিনা কর্মকার চরিত্রটা ধরতে পেরেছেন এবং কাজটা ভাল ভাবেই মিটিয়ে দিয়েছেন।

এরপর বলতে হয় ওসি চরিত্রে উজ্জ্বল পাত্র, প্রাণতোষ চরিত্রে দেবাশীষ চক্রবর্তী, সাব ইন্সপেক্টর চরিত্রে জয়ন্ত দাস ও সোহম রায় ভাল কাজের নমুনা রেখেছেন। এই নাটকে শিল্পী তালিকা বিরাট। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন তারা হলেন মৈনাক দত্ত, দেবদাস সাহা, মৈনাব দত্ত, কৌশিক দাস, আদিত্য পাত্র, হীরক মুখার্জী, উদ্দীপন সাহা, বিজন দাস, বিভাস দাস, সঞ্চিতা মিত্র, প্রিয়া হালদার, রুমা সামন্ত, দীপক দে, পূজা সর্দার, মৌসুমী পাল, সরস্বতী গিরি, মেঘা দাস, রূপ সায়ন বিশ্বাস, টোটন সেনগুপ্ত প্রমুখেরা।

নাটকটিতে শিফটার এর ভূমিকা বিরাট। ওদের আরও তৎপর হতে হবে। অ্যামেচারি মনোভাব পরিহার করতে হবে। নাটকটি আরও সিঙ্কোনাইজ করে টাইট করতে হবে। এতো চরিত্রের প্রয়োজন কি দরকার। পরিশেষে বলি সিবিআই এর অভিযোগ থেকে ধৃত পুলিশ অফিসারেরা কোন রহস্যে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল সেটা রহস্যই থেকে গেল। বড়ই সরলিকরণ লেগেছে। টোটাল টিম ওয়ার্ককে আরও সংহত করা দরকার।

কাউন্সিলর চরিত্রে (সুনীল হোর) এর ভূমিকায় দেবদাস সাহাকে আরও একটু প্রফেশনাল করে দেখালে ভাল হয়। উপসংহারে দু একটা কথা বলতে চাই আর্থ সামাজিক অবক্ষয় এবং ন্যূনতম মূল্যবোধের অভাব যখন গোটা সমাজটাকে গ্রাস করে ঠিক তখনই নিত্যদিনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা দীর্ণ, জীর্ণ, ক্লিষ্ট সমাজের বুকে আঘাত হানতে সক্ষম হয় রাজনৈতিক মদত পুষ্ট হার্মাদেরা। যা আজ সময়ের বর্ণমালা হিসাবে চিত্রিত হয়ে গিয়েছে। সমাজবাদ কি ফলিত বিজ্ঞান না সোনার পাথর বাটি? আম জনতার মুক্তি কী নেই এ নরক থেকে। কে দেখাবে মুক্তির দিশা বা কোনও আলাদিনের সন্ধান। আসলে মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ। এ পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধী শ্লোগান– নাট্য মঞ্চেই আমরা ছিন্ন করবো অন্যায়ের বেড়াজাল হিংসার বিষবাষ্প, তবেই ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালি সূর্যের সোনালি সকাল। সৃষ্টির নতুন উষা আনুক নতুন প্রভাত। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

## ছবি আর ভাস্কর্যের বাজার শাসন করছে ‘আর্টভার্স’

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে সম্প্রতি হয়ে গেল ‘আর্টভার্স’ আয়োজিত মূলত ছবি এবং ভাস্কর্যের এক বর্ণময় প্রদর্শনী— মনসুন ম্যাজিক। সাত দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাপস কোনার, বাদল পাল, প্রশান্ত কুমার বসু, মলয় দাস, সন্দীপ চ্যাটার্জি, সুব্রত দাস, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, প্রত্যুষ কুমার ঘোষ এবং সুজিত কুমার ঘোষ।

আর্টভার্সের প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর সিংহ জানালেন, এই প্রদর্শনীতে ২১ জন শিল্পীর মোট ৭১টি ছবি এবং ৮টি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে। যখন গোটা পৃথিবীজুড়েই ছবির বাজার মুখ থুবড়ে পড়েছে তখনও এই প্রদর্শনী থেকে বিদীপ্তা দাস, সীমা রায়, পূজা গুহ, আয়ুষ ব্যানার্জি, অনন্যা দত্ত, দীপ্তি চৌহানের মোট ৯টা পেইন্টিং এবং তমাল দাসের তিনটি ভাস্কর্য বিক্রি হয়েছে। ছবির বাজারে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরা ছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন সুনয়না নায়ার কাঞ্জিলাল, সোমা হালদার, শর্মিষ্ঠা দে, প্রশান্ত হীরলেকার, কাশ্যপ রে, ড. রূপলেখা দে, ড. রঞ্জন বসু, ড. প্রমিতা বসু, সঞ্জয় কুমার ভারতীয়া, দেবী চাটার্জী, আরিবধ্বক, অর্চিতা সরকার, অহনা দালাল এবং আমি সৃজিতা।

শুভঙ্কর সিংহ আরও জানালেন, সারা বছর ধরেই আমাদের এই কর্মযজ্ঞ চলে। শুধু শহর বা শহরতলীই নয়, এখন আমরা চেষ্টা করছি অন্যান্য রাজ্যেও এই ধরনের চিত্র, ভাস্কর্য এবং ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী করার। আমরা চাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছবি দেখার চোখ তৈরি করে দিতে। আর আমার বিশ্বাস, মানুষ ছবি দেখতে শিখলে এবং কোনও ছবি ভাল লেগে গেলে, তাঁরা ছবি কিনবেনই। আর তাঁরা ছবি কিনলেই চিত্রশিল্পীদের ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহ বাড়বে এবং তাঁরা আরও আরও ছবি আঁকবে। ছবির বাজার আবার চাঙ্গা হবে। ছবির বাজার যে চাঙ্গা হবেই, এখান থেকে বিক্রি হওয়া এই বারোটি শিল্পকর্মই তার প্রমাণ।

## দোলনচাঁপা সঙ্গীত আকাদেমির অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শনিবার ৩০ জুলাই দোলনচাঁপা সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ত্রিগুনা সেন অডিটোরিয়ামে। শুরুতে অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছাত্রীরা ‘দোলনচাঁপা দোলে দোলে পূর্ণিমার রাতে’ শীর্ষক গানটি গাইলেন। প্রায় ১৯ জন প্রতিভা সম্পন্ন শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই লেক মার্কেটের কাছে বাণীচক্রে সঙ্গীতশিল্পী সুস্মিতা গোস্বামীর কাছে গান শেখে। এই সঙ্গীত প্রেমীরা সকলেই গৃহবধূ। উল্লেখ্য বয়সে প্রবীণ হলেও সাংসারিক কাজ কর্মের মধ্যে থেকেও গান ভালবেসে আঁকড়ে রয়েছেন। বহুদিন ধরে ওঁনারা গান চর্চা করছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিল সঙ্গীতশিল্পী সুস্মিতা গোস্বামী। তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরোধে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান গাইলেন। ‘এ সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়’, ‘সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক’। তাঁকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, স্মারক দিয়ে সম্মানিত করল ছাত্রীরা। এদিন মূলপর্বে ছিল নজরুল গীতি, ঠুংরী, ভাটিয়ালী পাশাপাশি আধুনিক গান পরিবেশিত হয়। তারপর একে একে গান শোনান পুতুল চক্রবর্তীর ভাটিয়ালি গান, ‘নদীর নাম অঞ্জনা’। এরপর চৈতালি চক্রবর্তীর আদিবাসী ভাষায় (আঞ্চলিক) কবিতা, তারাশংকর চক্রবর্তীর লেখা ‘জবাব চাই’। তার দুটি কবিতা শুনতে ভালো লাগলো। প্রশংসনীয় প্রয়াস। পরের নিবেদন ছিল রীতা কমল এর নজরুল গীতি ‘সখী আয় ডেকে’। তাপসী রায়ের কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নজরুল গীতি ‘বেলা বয়ে যায় ছোট্ট মোদের পানসি তরী’ গানটিতে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেন শিল্পী। অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। সুতপা মজুমদারের কণ্ঠে লতা মঙ্গেশকরের ‘সমাধি’ ছায়াছবির গান আলাদা মাত্রা পায়। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে দু’বছর অনুষ্ঠান বন্ধ থাকার পর ফের এবার অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে প্রয়াত কিংবদন্তী শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুর সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উৎসর্গ করা হয়। বর্ষার সন্ধ্যায় সব মিলিয়ে এক সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দিল আয়োজক সংস্থা। অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক সঞ্চালনায় ছিলেন সুতপা মজুমদার।

## মহানায়ক স্মরণে চলচ্চিত্র উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের শ্রীরামপুরে। এই উপলক্ষ্যে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে এবং শ্রীরামপুর–পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় ‘মহানায়ক উত্তম কুমার চলচ্চিত্র উৎসব’–এর আয়োজন করা হয়েছিল।

মহানায়কের স্মরণে শ্রীরামপুর ভবতারিণী রায় গার্লস হাইস্কুল ময়দানে (কৃষি মেলা প্রাঙ্গন) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ২৪ জুলাই। মহানায়কের নাতি সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তিন সন্ধ্যা ব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের শুভারম্ভ হয়। সৌরভ চট্টোপাধ্যায় এদিনের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মহানায়কের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথও তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয়ের নানাদিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষ্যে মহানায়কের কালজয়ী একাধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উত্তম কুমার অভিনীত অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, হারানো সুর, সপ্তপদী, ওগো বধূ সুন্দরী, নায়ক প্রভৃতি অসংখ্য ছবির প্রসঙ্গ নিয়ে এলাকাবাসীর অনেকের মধ্যে এই ক’দিন ধরে আলোচনার অন্ত ছিল না বলে জানা গেছে। উৎসব প্রাঙ্গনে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

## আর কোনও ঝিনুকেই ‘ঝামেলা’কে খুঁজে পাব না আমরা

প্রিয়ম গুহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মজিলপুরে জন্ম। তারপর বাবা পণ্ডিত মোহিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মের সূত্রে এবং মা ভবানী দেবীর হাত ধরে কলকাতার চেতলায় বসবাস আরম্ভ। পণ্ডিত মোহিনী মোহন পরবর্তী কালে মিশ্র উপাধিতে ভূষিত হন, সেই থেকেই ওই পরিবারের সকলেই মিশ্র উপাধি ব্যবহার করতে শুরু করেন। গায়ক পরিবারে বেড়ে ওঠা নির্মলা মিশ্র ছোট থেকেই তালিম শুরু করেন তাঁর দাদা মুরারী মিশ্রর কাছে। ছোট থেকেই বেশ ডানপিটে প্রকৃতির ছিলেন নির্মলা। তাই পাড়ার সকলে এবং পারিবারিক বন্ধুদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ‘ঝামেলা’। চেতলার স্বর্ণযুগের এমন এক কৃতী সন্তান ২০২২–এর ৩১ জুলাই সকল শিকল ছিন্ন করে পাড়ি দিলেন অমৃতলোকে। চেতলার প্রবীণ স্বর্গীয় অরুণভূষণ গুহর কাছে শোনা নির্মলা মিশ্রের প্রথম মঞ্চে গান গাওয়ার স্মৃতি। চেতলার হাট সংলগ্ন প্রাচীন ক্লাব হিন্দ সংঘের সামনের প্রাঙ্গণে জলসা হতো যা ছিল কলকাতার খুবই জনপ্রিয় জলসার মধ্যে অন্যতম। প্রবাদ প্রতীম গায়কেরা জলসায় গান করতেন। ছোট থেকেই নির্মলার গানের চর্চা থাকায় তাঁর দাদা তাঁকে এই জলসায় নিয়ে আসতেন। তিনিও ছিলেন এই জলসার আয়োজকদের মধ্যে একজন। এছাড়াও অরুণ ভূষণ গুহ ছিলেন প্রধান আয়োজক কর্তা। এরমই এক জলসার দিনে নির্মলা মিশ্রকে তাঁর দাদা প্রবাদ প্রতীম শিল্পীদের মাঝের যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাতে গান গাওয়ার জন্য মঞ্চে তুলে দেন। ফ্রক পরা ঝামেলা একের পর এক গান পরিবেশন করতে থাকেন। ছোট্ট ঝামেলার সেই গান শুনে দর্শকরা সেদিনও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বড় হয়ে নির্মলা মিশ্র সঙ্গীত জগতের এক নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলেন। ‘ও তোতা পাখিরে’ বা ‘এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না’ গানগুলি চির অমর হয়ে থাকবে। ওড়িয়া এবং অসমীয়াতেও তাঁর গান শ্রেষ্ঠত্বর শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। যা এখন কালজয়ী তকমায় ভূষিত।

তবে নির্মলা মিশ্র হওয়ার পরেও ‘ঝামেলা’ কিন্তু তাঁর স্বভাব ছাড়ে নি। চেতলার বিভিন্ন মানুষের মুখে সব সময়ই শোনা যায় তাঁর প্রিয় লোকদের দেখলে প্রায় কয়েক মাইল দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেন নির্মলা। তৎকালীন ডেপুটি মেয়র মণি সান্যালের স্নেহের ঝামেলা তাঁর স্বভাবচিত ভঙ্গিতে চেঁচাতেন এবং কাজ হাসিলও করিয়ে নিতেন।

তার ডানপিটে স্বভাবের স্মৃতিচারণ শুনেছিলাম একান্তে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। দুজনেই খুবই ভালো বন্ধু। মাধবী বলেন, একদিন এক শিল্পীদের আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন সকলেই। সেই সময় উত্তাল হয়েছিল নকশাল আন্দোলন। হঠাৎ করে ওই বাড়ির বাইরে শোনা যায় আন্দোলনকারীদের আওয়াজ। তখন সকলেই ভয় পেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকার জন্য ভাবেন কিন্তু নির্মলা মিশ্র কোমড়ে শাড়ি গুজে চেঁচাতে চেঁচাতে বেড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, ‘দেখি আমাকে কে কী করে’। মাধবী মুখার্জী বহুবার চেষ্টা করেছিলেন তার বন্ধুকে একবার দেখতে আসতে। কিন্তু কোভিডের কারণে পিছিয়ে যেতে হয়ে বারবার।

আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল নির্মলা মিশ্রর সাথে দেখা করার। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে তাঁর বাড়িতে যাতায়াতের মাধ্যমে তৈরি হয়ে গিয়েছিল সুন্দর এক সম্পর্ক। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করা গল্প করা এখন শুধুই স্মৃতি। মা বগলার খুবই ভক্ত ছিলেন তিনি। আমার হাতের বগলার হলুদ সুতো দেখে রোগশয্যায় তিনি আবদার করেছিলেন তাঁকে হলুদ সুতো নিয়ে এসে দেওয়ার জন্য। সেই আবদার রেখেছিলাম বহুবার হলুদ নিয়ে হাতে বেঁধে দিয়ে আসতাম। গল্প হতো বিস্তর। কিন্তু মাঝে মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘আমি ভালো হয়ে যাব তো?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি উত্তরে বলতাম, ‘আপনাকে ভালো হতেই হবে আবার আমাদের গান উপহার দিতেই হবে’। যদিও বুঝতাম সবই তাঁর মন রাখার কথা শুধু বাঁচার তাগিদ টুকু জোগান। কারণ শারীরিক ভাবে ভেঙে পড়ার সাথে সাথে মানসিক ভাবেও হয়ে পড়েছিলেন দুর্বল। পারিবারিক নানা ঘটনার ক্ষেভে ভেঙে পড়তেন আমার কাছে। কিন্তু সেসব তো ঘরের কথা তা ঘরেই তালাবদ্ধ থাকুক। তাঁর এক পোষ্য সারমেয় ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাথার কাছে বসে সর্বক্ষণ পাহারায় থাকতো। শেষ যাত্রার আগেও সেই সারমেয়টি বারান্দা দিয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার প্রিয় মানুষটির দিকে। নির্মলা দেবী বলতেন ওই সারমেয়টি তার আর এক সন্তান। মাঝেমধ্যে আমিও না দেখা করেই চলে আসতাম। একদিন বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে শুনতে পেলাম আমাকে ডাকছেন। সামনে যেতেই বললেন, ‘তুমি আমার সাথে আর দেখা করো না কেন?’ উত্তর দিতে পারিনি। আসলে অমন ‘স্টাইলিস’ একজনকে ওরমভাবে খাটে শুয়ে চোখের জল ফেলতে দেখতে পারতাম না। কিন্তু একথাটা তাকে বলতে পারিনি। এরপর কোভিড কালে তাঁর কাছে খুব একটা বেশি যেতাম না। শুধু বাইরে থেকেই খোঁজ নিয়ে আসতাম। কিন্তু হাস্য ‘ঝামেলা’র বিদায় বেলায় ‘হিন্দ সংঘ’র শেষ শ্রদ্ধা জানাবার সময় মনে পড়ছিল আমার দাদুর কাছে শোনা সেই গল্প এবং আমার তাঁর সাথে জড়িত সকল স্মৃতি। মঞ্চে নির্মলা মিশ্রের গান শোনারও সৌভাগ্য হয়েছিল প্রসন্নময়ী ঘাট দুর্গাপুজো কমিটির সুবাদে। বেশ কিছু বছর আগে তাঁর দুটি জনপ্রিয় গান বিজয়া সম্মীলনীতে তিনি এখানে গেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন কোনও ঝিনুকেই আর ‘ঝামেলা’কে খুঁজে পাব না আমরা।

## লোকশিল্পীদের কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ বিডিও অফিস ভবনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে শুরু হল আঙ্গিক ভিত্তিক জেলা লোকশিল্পীদের কর্মশালা। এদিন কর্মশালার সূচনা করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক আইনুল হক, ক্যানিং–১ বিডিও শুভঙ্কর দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। ৩ আগস্ট থেকে আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মশালা। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার ৪৭ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন এই কর্মশালায়। সুন্দরবনের বনবিবি পালা গান বিষয়ের উপর চলবে কর্মশালা। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক অনন্যা মজুমদার বলেন, তিনদিন ধরে চলবে আঙ্গিক ভিত্তিক জেলা লোকশিল্পীদের কর্মশালা। সুন্দরবনের প্রান্তিক ৪৭ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছে এই কর্মশালায়। মূলত সুন্দরবনের বনবিবি পালার উপর চলবে এই কর্মশালা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি আয়োজিত
জেলাস্তরে রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক বাংলা গানের প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগীর বয়সসীমা ১৭* থেকে ২৭ বছর • প্রতিযোগিতা-২২ আগস্ট ২০২২
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রতিযোগীদের সংশ্লিষ্ট জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে (দার্জিলিং ও কালিম্পঙ বাদে) এবং কলকাতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমিতে ১২ আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। জেলাস্তরে প্রতি বিষয়ে ১ম,২য়,৩য় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হবে। শুধুমাত্র ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী সরাসরি রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন।
যোগাযোগ -
সংশ্লিষ্ট জেলা/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর,
শুধুমাত্র কলকাতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ৩৬ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩, দূরভাষ - (০৩৩) ২৪১৭৯৫০২, সোম - শুক্রবার
(শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন বাদে, কাজের দিন বেলা ১টা থেকে বিকাল- ৫টা )
Email : wbstatemusicacademy@gmail.com
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# বিশ্বজয়ী দল গড়ার স্টেজ রিহার্সাল চলছে পুরোদমে

**অরিঞ্জয় মিত্র**

বছর শেষে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। ২০২৩ -এ সীমিত ( ৫০ ওভারের) বিশ্বকাপ। তার আগে নিঃসন্দেহে ঝালিয়ে নেওয়ার পালা চলছে বিভিন্ন ক্রিকেট টিমের। যারমধ্যে ভারত তো মঞ্চ আলো করে আছে। প্রথম একাদশ গড়ার কাজ চলছে পুরোদমে। বিশ্বকাপের আগে অনেকটা সময় পেয়েছে ভারত। তার লাভ ষোলোআনা তুলে নিতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের মাটিতে ওয়ান ডে এবং টি-২০ সিরিজ জেতার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের খেলাতেও ৩-০ জয় পেয়েছে । টি-২০ সিরিজের পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২-১ এগিয়ে গিয়েছে ভারত। বাকি দুটি ম্যাচ হবে আমেরিকার মাটিতে। সেই দুটিও জেতায় মনোনিবেশ করেছে রোহিত ব্রিগেড। দেশে ফেরার পর বিশ্বের দুই সেরা টিম অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত। দুটোই টি-২০ সিরিজ। তারপর রয়েছে এশিয়া কাপ। অর্থাৎ টি-২০ বিশ্বকাপের আগ মুহূর্তে ফোটো ফিনিশের মতো ধরা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশকে।সঙ্গে অতিরিক্তদেরও।

এখনও পর্যন্ত দলটি এমন হতে পারে। রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, সূর্যকুমার যাদব, কে এল রাহুল,হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, বুমরা, সামি, শার্দুল ঠাকুর। অতিরিক্তদের সর্বাগ্রে থাকবে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার, উমরান মালিক, অক্ষর পটেল, যজবেন্দ্র চহ্বাল,বিষ্ণোই -রা। আলোচনাও রয়েছে আরও

বেশ কয়েকটি নাম। মোটের ওপর বিশ্বকাপ জিততে হলে এভাবেই এগোতে হবে ম্যানেজমেন্টকে। এখনও রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়েই ভরসা রেখেছে সৌরভের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই। জুড়ে দেওয়া হতে পারে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং বিভাগের দক্ষ কোচেদেরও।

এভাবে ভাবনাচিন্তা এগোলেও এই দল নির্বাচনে গলার কাঁটার মতো রয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। বিগত তিন বছরের ব্যর্থতা বিরাটকে অনেকটাই চাপে রেখেছে। যদিও রিকি পন্টিংয়ের মতো অস্ট্রেলিয়াকে দু-দুবার বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক মনে করেন বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চেই বিরাটের অতিকায় আত্মপ্রকাশ হতে পারে। এই টিমে আরও একটা নড়বড়ে জায়গা সেটা হল ওপেনিং। সেখানেও বেশি পরীক্ষানিরীক্ষায় না গিয়ে চটজলদি দুই মক্কেলকে বেছে নিতে হবে। এমনিতে অফ ফর্মে থাকা শিখর ধাওয়ান ও ধারাবাহিকতার অভাবে ভোগা অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও চিন্তা কম নয়। তবে সবথেকে দুঃশ্চিন্তা বিরাটের ফর্ম হাতড়ানো নিয়ে। এই জায়গাটা যতক্ষণ না মেরামত হচ্ছে গোড়ায় গন্ডগোল থেকেই যাবে। আশার কথা সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকে। তবে তা দ্রুততার সঙ্গে সামলে নেওয়াই ভারতীয় দলের জন্য প্রথম টাস্ক।

সমস্যা যে কোনও জায়গায় , যে কোনও দলে থাকে। তার সঙ্গে লড়াই করা বা জুঝে নেওয়াটাই বড় ব্যাপার। ভারতীয় ক্রিকেট টিমের পক্ষে এই মুহূর্তে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও অক্ষর পটেলের মতো অলরাউন্ডার থাকাটা বিরাট সৌভাগ্যের। সেইসঙ্গে বুমরার মতো আক্রমণাত্মক পেসার , সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থের মতো ডেডিকেটেড ব্যাটার থাকাও বিশাল সুবিধের। এঁরা তো শুধু ব্যাটারই নয় বিপক্ষ শিবিরের ফিনিশারও বটে।

# কমনওয়েলথ গেমসে জিমন্যাস্টিকে নজির

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কমনওয়েলথ গেমসে তাঁকে ঘিরেই যাবতীয় স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে ভারতীয় জিমন্যাস্টিক মহল। তিনি বলতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কেনিয়া রোডের ২৩ বছরের জিমন্যাস্ট সত্যজিৎ মণ্ডল (রাজা)। বার্মিংহ্যামে ভারতীয় জিমন্যাস্টিকরা যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার কাণ্ডারি ধরা হচ্ছে কয়েকজনকে। তাঁর মধ্যে সত্যজিৎকে ধরা হচ্ছে। ২৮ জুলাই থেকে কমনওয়েলথ গেমস শুরু হয়েছে। চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামে মাত্র ২ জন আর ভারতের ৬ জন। অন্যদিকে ভারতের মোট প্রতিনিধি ২৫৬ জন অংশ নেবেন। পদক সংখ্যা এবং কৃতিত্বের বিচারে জয়নগর মজিলপুর এলাকার জিমন্যাস্টিকে সবচেয়ে সফল জিমন্যাস্ট সত্যজিৎ। আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকে ১৬টা ন্যাশনাল পদক, ১৫টা আন্তর্জাতিক পদক তাঁর দখলে। ২০১৯-এ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে গার্ডেনরিচে চাকরি পায়। তাঁর বাবা হারুপদ মণ্ডল বিজনেস করেন। মা গায়ত্রী মণ্ডলের অবদান অভূতপূর্ব। একসময় ছোট সত্যজিৎকে গায়ত্রীদেবী প্রতিদিন কাকভোরে উঠে ট্রেনে করে সল্টলেক নিয়ে যেতেন। সারাদিন সেখানে পড়ে থাকতেন। আবার নিয়ে আসতেন। চলতি বছরের জুন মাসে প্রচুর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সত্যজিৎ। ৯-১২ জুন ফিক ওয়ার্ল্ড কাপে ক্রোয়েশিয়াতে ভল্টিং হর্সে পঞ্চম স্থানে থাকেন ওই মাসেই দোহা কাতারে এশিয়ার জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়ন শিপে ফ্লোর এক্সারসাইজ ও ভল্টিং হর্সে চোদ্দ ও বারোতম স্থানে পৌঁছান। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন ২০০৮-এ সাই এ স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়াতে ভর্তি হওয়ায় সুযোগ পায়। সেখানে বাংলার কোচ নিমাই

কাঞ্জিলালের তত্ত্বাবধানে ছোটখাট ভুলভ্রান্তি প্র্যাকটিশ করেন। এরপর ২০১৫তে পরবর্তী নতুন প্রশিক্ষক হিসাবে অশোক কুমার মিশ্রর অধীনে কঠিন পরিশ্রম উজার করে বাজিমাত করেন। তাঁর উপরে কোচ অশোক কুমার সব সময় ভরসা রাখেন। দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টানা তিন মাস প্রস্তুতি নিয়েছেন। সত্যজিৎ শারীরিক গঠনটাও শক্তপোক্ত করে তোলে। তাঁর বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। ছোট থেকেই বাড়িতে তাঁর কাকা জিমন্যাস্ট পার্থ মণ্ডলকে দেখে জিমন্যাস্টিকে আত্মপ্রকাশ ঘটে। রেলকর্মী পার্থ ২০১০-এ কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করেন। খেলার চাপে ব্যস্ত থাকা স্নাতক হয়ে ওঠেনি। তবে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেই সত্যজিৎ বললেন, আমি আমার লক্ষ্যপূরণ করতে পারলে বার্মিংহ্যামে পদক পাব। আগের প্রতিযোগিতায় তার প্রিয় টেবল ভল্টে পদক পেয়েছিলেন। এদিকে প্রতিবার কমনওয়েলথ গেমসে ব্রিটেনের রানি হাজির থাকলেও এবার বয়স জনিত কারণে দ্বিতীয় এলিজাবেথ হাজির থাকতে পারবেন না। তাঁর বদলে যুবরাজ চার্লস প্রতিনিধিত্ব করবেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী বার্মিংহামে মরণপণ সংগ্রাম করে সত্যজিৎ নবম স্থানে পৌঁছেছেন।

# নতুন ইতিহাসের সূচনা, ক্যানিং স্টেডিয়ামে অভিষেক কলকাতা ফুটবল লিগের

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** অবশেষে সুন্দরবনের মানুষের দরজার কিনারে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে মঙ্গলবার শুরু হল কলকাতা ফুটবল লিগ। ক্যানিং স্টেডিয়ামের ইতিহাসে এদিন প্রথম এই ফুটবল লিগ সূচনা করেন আইএফএর সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ও সৌরভ পাল। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, বিধায়ক সওকত মোল্লা, ডিএসপি ট্রাফিক সৌমশান্ত পাহাড়ী, ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস, ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং মহিলা থানার আধিকারিক তনুশ্রী মণ্ডল, ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবব্রত সরদার সহ একঝাঁক প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলারা।

এদিন বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাব বনাম সাদার্ন সমিতির মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে খেলার নির্ধারিত সময়ে সাদার্ন সমিতি ২-১ গোলে পরাজিত হয়।

প্রসঙ্গত, কলকাতা লিগ বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। যাকে

বলা যায় ফুটবলের বিকেন্দ্রীকরণ। ফুটবল কর্তারা একটা জিনিস বেশ বুঝেছেন, কলকাতার বাইরেও ফুটবলের অগণিত সমর্থক ছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁদের ঘরের কাছে ফুটবলকে নিয়ে যেতে পারলে লাভ বই লোকসান হবে না। সেজন্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং স্টেডিয়ামের পাশাপাশি রমরম করে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, কল্যাণী স্টেডিয়াম, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সহ আরও নানা প্রান্তে। একটা সময়ে গড়ের মাঠের ফুটবল বলতে ছিল ইডেন গার্ডেন্স এবং মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং মাঠ। তারপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এসে কলকাতা ফুটবলের মানচিত্রটাই পাল্টে দেয়।

বস্তুত, বেশ কয়েক যুগ ধরে সল্টলেকের প্রাণকেন্দ্রের যুবভারতীতেই কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরপর দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামেও আসর বসতে আরম্ভ করে কলকাতা লিগের। সবক্ষেত্রেই যে প্রথম সারির দলগুলি খেলছে তা নয়। অনেক সময় দ্বিতীয় ডিভিশন, তৃতীয় ডিভিশনের ম্যাচগুলিও শহরের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়ে থাকে। সেই জায়গা থেকে ক্যানিং স্টেডিয়াম নিঃসন্দেহে অভিনব সংযোজন। কলকাতার বাইরের দামাল সমর্থকদের জন্য এ এক বড় আনন্দের খবর। জেলা থেকে প্রচুর ফুটবলার উঠে এলেও খেলার মাঠের বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ অতিঅবশ্যই স্বতস্ফূর্ত উন্মাদনা জাগাবে। শহর ও শহরতলীর বাইরেও গ্রামীণ বাংলা উঠে আসবে খেলাধুলার রোডম্যাপে।

এই প্রসঙ্গে এক ক্রীড়ামোদীর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। স্বরূপ সমাদ্দার নামের ওই ফুটবলভক্ত দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার গড়ের মাঠে আনাগোনা করেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে। তাঁর আরও বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তিনি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডানের মতো তথাকথিত হাইলাইটেড টিমের খেলা শুধু নয়। তিনি পছন্দ করতেন এরিয়ান্স, ভ্রাতৃ সংঘ, সালকিয়া ফ্রেন্ডস, হাওড়া ইউনিয়ন, ক্যালকাটা জিমখানা, সোনালী শিবির, খিদিরপুর, উয়াড়ি, রেলওয়ে এফসি, বিএনআর, কাস্টমস, রাজস্থান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন দলের খেলাও নিয়ম করে দেখতেন। প্রায় ষাটের কাছাকাছি পৌঁছানো এই প্রৌঢ় এখনও স্মৃতিচারণ করেন এইসব টিমের অনবদ্য সব খেলা নিয়ে। অনেকসময়ই ধরা যেত না কারা বড় দল আর কারাই বা ছোট। মোহনবাগান,ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের জয়ের পথে প্রায়শই কাঁটা বিছোত এইসব দলগুলি। এদের মধ্যে এরিয়ান্সের মতো বাছাই করা কিছু দল ছিল ইস্টবেঙ্গলের বড় গাঁটি। মাঝেমধ্যেই রুখে দেওয়া ছাড়াও বড় ক্লাবকে হারিয়ে দেওয়াও এদের অভ্যেসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোহনবাগানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল ভ্রাতৃ সংঘ কিংবা খিদিরপুর ক্লাব। মহমেডানের আতঙ্কও ছিল আরও কয়েকটি দল। মোটের ওপর বড় ক্লাব দেখলেই এই যে জ্বলে ওঠার মানসিকতা সেটা এই মুহূর্তে প্রায় নেই বললেই চলে। স্বরূপবাবুদের মতো পুরনো ফুটবলপ্রেমীরা তাই ক্যানিংয়ের মাঠে ফুটবলের এই বিস্তারে বেজায় খুশি। তাঁদের সাফ বক্তব্য, এভাবে খেলা যত ছড়িয়ে দেওয়া যাবে ততই এর প্রসার বাড়বে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান বাড়বে, তরুণ প্রতিভা উঠে আসবে এবং সমর্থকেরাও উৎসাহ পাবে। আরও ফুটবল মাঠের দাবিও তুলছেন তাঁরা।

# ৩ – ১ গোলে পরাজিত হল টালিগঞ্জ অগ্রগামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** শুক্রবার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে স্টেডিয়ামে শুরু হল আইএফএ পরিচালিত কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ম্যাচ। এদিন কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামী বনাম কলকাতা কাস্টমস একাদশের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলার প্রথমার্ধে কলকাতা কাস্টমস ৩ টি গোল করে এবং জবাবে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ১ টি গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে টালিগঞ্জ অগ্রগামী আক্রমণাত্মক ভাবে খেললে ও বেশ কয়েকটি গোল করার সুযোগ নষ্ট

করে। ফলে খেলার নির্ধারিত সময়ে কলকাতা কাস্টমস ৩ -১ গোলে জয়লাভ করে। এদিন কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ ঘিরে সাধারণ ফুটবল প্রেমী দর্শকের সংখ্যাছিল নজরকাড়া। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি,অরিত্র বোস,মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই,উত্তম দাস,বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ,বাসন্তী থানার আইসি দুর্গা প্রসাদ মজুমদারক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার,প্রাক্তন ফুটবলার অমিত সাঁফুই,খোকন সরদার সহ অন্যান্যরা

# রাজ্য ব্যাপী সংস্কৃতি ও খেলা দিবস উদ্‌যাপিত হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে আগামী ১২ আগস্ট রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি দিবস এবং ১৬ আগস্ট সার্বিক খেলাধূলা উন্নয়নের লক্ষ্যে খেলা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে রাখী বন্ধন উৎসবকে সামনে রেখে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো আগামী ১২আগস্ট দিনটিতে রাজ্য ব্যাপী সংস্কৃতি দিবস হিসাবে পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র একই সঙ্গে সকাল ১০টায় এই সংস্কৃতি দিবসের যাবতীয় কার্যক্রম এবং রাখী বন্ধন উৎসব শুরু করতে হবে। সেই সঙ্গে সার্বিক খেলা ধূলার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ১৬ আগস্ট রাজ্য ব্যাপী খেলা দিবস অনুষ্ঠান হবে। এই দিনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করতে হবে।

# আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া গোল্ড মেডেল প্রিয়াংশুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ** অবিশ্বাস্য! আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগেই জিতল গোল্ড মেডেল। সদ্য বছর ১৬ বয়সের প্রিয়াংশু দাস। ৩০-৩১ জুলাই নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল ষষ্ঠ আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশীপ-২০২২ প্রতিযোগিতা। অংশ গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, সৌদি আরব, মায়নমার, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত সহ মোট ১২ টি দেশের ২০০০ জন ক্যারাটে খেলোয়াড়। সকলকে তাক লাগিয়ে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৩০-৩১ জুলাই আয়োজিত ষষ্ঠ আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশিপ-২০২২ ক্যারাটে ফাইট ও কাতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে প্রিয়াংশু দাস। দুটি বিভাগেই গোল্ড মেডেল পেয়ে সুন্দরবনবনের ক্যানিং তথা ভারতবর্ষের সম্মান আর্ন্তজাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে ছোট্ট কিশোর। ক্যানিং ষ্টেশন লাগোয়া ফুটপাথের সামান্য একজন

ফল বিক্রেতা দম্পতি দীপঙ্কর দাস ও বনশ্রী। দম্পতির এক ছেলে,এক মেয়ে। অভাবের সংসারে একমাত্র ছেলে প্রিয়াংশু দাস। ক্যানিং ডেভিডসেশুন হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বিগত ২০১৭ কেরল রাজ্যের কান্নুর স্টেডিয়ামে ক্যারাটে কালারী পাই টু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সাতটি রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পেয়েছিল। ২০১৮ সাবজুনিয়র ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে পঞ্জাবের গুলবার্গ ব্যাডমিন্টন হলে তৃতীয় আর্ন্তজাতিক সাবজুনিয়র ক্যারাটে ফাইট প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান দখল করে গোল্ড মেডেল পায়। ২০১৯ এ আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য শ্রীলঙ্কা যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছিলো। অর্থনৈতিক অনটনের জন্য যেতে পারেনি প্রিয়াংশু। আর্ন্তজাতিক স্তরের পৃথিবী বিখ্যাত জাপানী ক্যারাটে ট্রেনার সেইকো নিশিমুরা ২০১৮ সালে এক পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে প্রিয়াশু সম্পর্কে জানিয়েছিলেন ছোট্ট প্রিয়াংশু আগামী দিনে আর্ন্তজাতিক স্তরের বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে ভারতবর্ষের সম্মানকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে সেদিক দিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর সেই ভবিষ্যত বানী ২০২২এ প্রতিফলিত। ষষ্ঠ আর্ন্তজাতিক চ্যাম্পিয়ানশিপ -২০২২ ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ৩১ আগষ্ট প্রিয়াংশুর মুকুটে যোগ হল দু-দুটি স্বর্ণ পালক। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এদিন প্রিয়াংশুর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন আর্ন্তজাতিক ক্যারাটে ফেডারেশান (দঃ আফ্রিকা)এর সভাপতি সোন্নি পিল্লে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেমজিত সেন, সম্পাদক জয়দেব মন্ডল, বালকৃষ্ণ দামানী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আর্ন্তজাতিকস্তরে দেশের সম্মান উজ্জ্বল করায় খুশি ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া কমিশনের সদস্য পরশ কুমার মিশ্র। তিনি প্রিয়াংশুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে, প্রিয়াংশু'র অভাবনীয় সাফল্যে খুশি ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ ভকত, যাদব চন্দ্র বৈদ্য সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে তার সহপাঠীরা। আগামী দিনে প্রিয়াংশুর ইচ্ছা, ক্যারাটেকে বিশ্ব আঙিনায় পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশকে সুরক্ষিত করার কাজে মগ্ন হতে বদ্ধ পরিকর।

# ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

**মলয় সুর :** ষষ্ঠতম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা দু'দিন ব্যাপী শনি ও রবি (৩০ ও ৩১ জুলাই) কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতার আয়োজক ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অল ইন্ডিয়া শৈইশিনকাই শিতো রিউ ক্যারাটে ডো ফেডারেশন। সংস্থার প্রেসিডেন্ট বা কর্ণধার প্রেমজিই সেন জানালেন, এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, তিমুর, ভূটান, আফগানিস্তান, কলকাতা সহ অন্যান্য। এতে সাড়ে চার হাজার কাতা ও কুমির প্রতিনিধি অংশ নেয়। এদিন চ্যাম্পিয়ন

অরুণাচল প্রদেশ (ফাইটার), রানার্স বাংলাদেশ, তৃতীয় ওড়িশা। ওই দিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বাবুন ব্যানার্জী। ভাইস কনসাল কনসলেট জেনারেল অফ জাপান তামুরা রিসা কমনওয়েলথ ক্যারাটে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট সর্নি পিল্লাই, কো-চেয়ারম্যান মানসী রায়চৌধুরী প্রমুখ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com